NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

৩ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলায় হাইকোর্টে স্যাফ্রন ব্রিগেড

ভোটমুখী রাজ্য বিজেপিকে মাঠে নামার বার্তা নবীনের ৩

কলকাতা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২২ মাঘ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৩৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.02.2026, Vol.19, Issue No. 235, 8 Pages, Price 3.00

‘গণতন্ত্রকে বাঁচান’, সুপ্রিমে সুবিচারের সওয়াল মমতার

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি: সাম্প্রতিক কালে মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে ব্যতিক্রমী নজর গড়লেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর মামলায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই নিজের দায়ের করা মামলায় সওয়াল করলেন। প্রেক্ষাপট খানিকটা তৈরি ছিল। তিন দশক পর ফের আদালতে সওয়াল করতে পারেন, এমনটা তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন। সেকথাই বাস্তবায়িত হল বুধবার দুপুরে, সুপ্রিম কোর্টে। তবে আইনজীবী হিসেবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবাসীর হয়ে তাঁর এই সওয়াল।

এদিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হওয়ার সময় থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছিল একেবারে সামনের সারিতে, আইনজীবীদের পাশে। এসআইআর নিয়ে তাঁর দায়ের করা মামলায় সওয়াল করছিলেন বর্ষীয়ান আইনজীবী শ্যাম দেওয়ান। সওয়াল-জবাব চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী নিজে ৫ মিনিট সময় চেয়ে নেন বক্তব্য রাখার জন্য। তাঁকে অনুমতি দেন বিচারপতিরা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে উঠে বলেন, ‘আমি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের হয়ে বলছি। এসআইআর পদ্ধতির মাধ্যমে নাম বাতিলের প্রক্রিয়া চলছে। কোথাও কোনও মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, অন্যত্র চলে গিয়েছে। তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া কেউ হয়তো অন্যত্র ফ্ল্যাট কিনে উঠে গিয়েছেন, তাঁর নামও বাদ। আমরা চাই, কোনও বৈধ ভোটারের যেন বাদ না পড়ে। আমাদের আইনজীবীরা লড়াই করছেন এর জন্য।’ মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘এনিয়ে আমি নির্বাচন কমিশনকে ৬টি চিঠি লিখেছি, একটিরও উত্তর পাইনি। আমি সাধারণ মানুষ, হয়তো কম গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে। সুবিচারের জন্য কাঁদছি।’

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নথি হিসেবে আধার কার্ড নেওয়া হচ্ছে না। ভোটের আগে তাড়াহুড়ো করে এই কাজ হচ্ছে। নাম বাদ পড়ছে, কিন্তু নাম যুক্ত হচ্ছে না, সেটাও তো দরকার।’ প্রধান বিচারপতির সামনেই তৃণমূল সুপ্রিমো জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান।

এসআইআর শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদালতে মমতার সওয়াল

- আপনাদের নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে।
- কোথাও বিচার পাচ্ছি না, গণতন্ত্রকে বাঁচান।
- আপনারা আধার কার্ড নিতে বলেছিলেন, নেয়নি।
- ১০০ জনের বেশি মারা গিয়েছেন। ভাবতে পারেন!
- বাংলাকে টার্গেট করা হয়েছে।
- রোল পর্যবেক্ষক বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।
- মাইক্রো অবজার্ভার নাম মুছে দিচ্ছেন।
- শুধু বাংলাতেই মাইক্রো অবজার্ভার।
- আমার শেষ আবেদন, মাইক্রো অবজার্ভারদের প্রত্যাহার করুন।

কমিশনকে সতর্কতার নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের মামলায় বুধবার সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর নিয়ে রাজ্যের একাধিক সমস্যার কথা তিনি তুলে ধরার পর নির্বাচন কমিশনকে নোটিস জারি করেছে শীর্ষ আদালত। বলা হয়েছে, বানানের ছোটখাটো ভুলে যেন কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া না হয়, তা কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে। ভোটারদের শুনানির নোটিস ধরানোর সময় কমিশনের আধিকারিকদের সংবেদনশীল হতে হবে। সোমবার ফের সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির শুনানি রয়েছে।

বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী, বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হয়। মমতার সওয়ালের পর কমিশনকে একাধিক নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আদালতের নির্দেশ

- নামের ছোট ভুলে কাউকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। বাংলা ভাষায় দক্ষ অফিসারেরা এই কাজে নিযুক্ত হলে মাইক্রো অবজার্ভারের প্রয়োজন হবে না আর।
- সোমবারের মধ্যেই রাজ্যকে জানাতে হবে, তারা বাংলা ভাষায় সাবলীল কত জন গ্রুপ-বি অফিসারকে দিতে পারবে।
- ভোটারদের শুনানির নোটিস ধরানোর সময় কমিশনকে আরও সতর্ক হতে হবে, জানিয়েছে আদালত।

ট্রেনিংয়ে যেতে হবেই রাজ্যের ২৫ আমলাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের ব্রিফিং বৈঠক ঘিরে রাজ্য ও নির্বাচন কমিশনের টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত কঠোর অবস্থান নিল কমিশন। নবান্নের আর্জি খারিজ করে স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ পশ্চিমবঙ্গের ২৫ জন সিনিয়র অফিসারকে নির্ধারিত সূচি মেনেই দিল্লিতে প্রশিক্ষণে হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এই ব্রিফিং বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির জন্য কেন্দ্রীয় অবজার্ভার নিয়োগের তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন। সেই তালিকায় রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের ১৫ জন আইএএস ও ১০ জন আইপিএস অফিসার। রাজ্যের দাবি ছিল, ভোটের আগে শীর্ষ আধিকারিকদের বাইরে পাঠানো হলে আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক তৎপরতায় সমস্যা তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রসচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা অফিসারের অনুপস্থিতি রাজ্যের পক্ষে অস্বস্তিকর হতে পারে বলে নবান্ন বিকল্প নাম প্রস্তাব করে ছাড় চেয়েছিল।

তবে কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ‘ছাড় সংক্রান্ত আবেদন খতিয়ে দেখা হয়েছে। কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়।’ আরও বলা হয়েছে, ‘যাঁদের নামে নির্দেশ জারি হয়েছে, তাঁদের নির্ধারিত দিন ও সময়েই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে হবে।’

এই সিদ্ধান্ত দ্রুত সমস্ত আধিকারিককে জানাতে বলা হয়েছে, যাতে প্রশাসনিক স্তরে কোনও বিভ্রান্তি না থাকে। সূত্রের দাবি, কমিশনের অবস্থান জানার পর নবান্ন ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট ২৫ জন অফিসারকে ট্রেনিংয়ের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছে।

বিধানসভায় অন্তর্বর্তী বাজেট আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিন বিরতির পর আজ আবার শুরু হচ্ছে রাজ্য বিধানসভার চলতি অধিবেশন। দুপুর সাড়ে বারোটায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অভিভাষণের মধ্য দিয়ে অধিবেশনের কাজ শুরু হবে। এরপর দুপুর আড়াইটায় আগামী অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসের জন্য অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিধানসভায় রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের কর্মসূচিও রয়েছে বলে সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার জন্য বিশেষ বরাদ্দ না থাকায় এবার রাজ্য বাজেটের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে বঙ্গবাসী। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি চাঙা করার লক্ষ্যেই বাজেট সাজানো হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে রাস্তাঘাটের কাজ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং লক্ষ্মীর ভান্ডার ও বার্ধক্য ভাতার মতো প্রকল্পে জোর দেওয়া হতে পারে। বিভিন্ন দপ্তরে চলা আলোচনায় ইঙ্গিত মিলছে, সরকারি কর্মীরাও কিছু সুরাহার আশায় রয়েছেন। গত কয়েক বছরের মতো এবারও ডিএ বৃদ্ধির জল্পনা রয়েছে।

সম্প্রতি সিঙ্গুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, রাজ্য কারও কাছে ভিক্ষা চায় না, রাজ্যই মানুষের পাশে দাঁড়াবে, এই অবস্থানই বাজেটে প্রতিফলিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতে রাজ্যের মোট বাজেট বরাদ্দ সাত থেকে আট শতাংশ বাড়ার সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে।

ডিএ মামলার রায়ও আজ

- দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। আজ সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গের মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণা হবে। সকাল সাড়ে দশটায় বিচারপতি সঞ্জয় করোলের বেঞ্চে জানানো হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। রাজ্য সরকারি কর্মীদের ভবিষ্যৎ আর্থিক প্রাপ্যতা এই রায়ের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। বর্তমানে রাজ্যে যে হারে ডিএ মিলছে, তা কেন্দ্রীয় হারের তুলনায় অনেকটাই কম। বকেয়া ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকার ও কর্মী সংগঠনের মধ্যে দীর্ঘ আইনি টানাপোড়েন চলেছে। আগেই শুনানি শেষ হয়েছে, লিখিত বক্তব্য জমা পড়েছে।

রাজ্যের অন্যতম বড় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প লক্ষ্মীর ভান্ডারের বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব থাকতে পারে বাজেটে। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর থেকে গত পাঁচ বছরে এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের হাতে প্রায় ৭৪ হাজার কোটি টাকা পৌঁছেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ২৭ হাজার কোটি টাকা। এবার সেই অঙ্ক কতটা বাড়ে, সেদিকেই নজর রয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অস্থায়ী কর্মীদের জন্য কিছু সুবিধা ঘোষণার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রামের বিধায়ক ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে সরব হলেন। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার ও শাসক দলের একাংশ পরিকল্পিতভাবে নির্বাচন কমিশনের কাজকে ব্যাহত করতে চাইছে এবং ভুয়ো আখ্যান ছড়ানো হচ্ছে।

শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে এসআইআর প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। তাঁর কথায়, ‘নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানোই এখন সরকারের প্রধান রাজনৈতিক অস্ত্র।’ তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টে সাম্প্রতিক শুনানিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাশিত কোনও সাফল্য মেলেনি এবং অন্তর্বর্তী নির্দেশেই তা স্পষ্ট।

বিরোধী দলনেতা আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যে বিপুল সংখ্যক ভোটার নাম আগেই বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং সেই তালিকা নিয়ে এখন রাজনৈতিক নাটক চলছে। তাঁর বক্তব্য, ‘যাঁদের নাম ভুল করে বাদ পড়েছে, তাঁদের জন্য আইনি পথ খোলা ছিল। কিন্তু বাস্তবে খুব কম আবেদন জমা পড়েছে।’

মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, প্রশাসনিক অযোগ্যতার কারণেই কমিশনকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বহু নির্বাচনী আধিকারিক কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী যোগ্য নন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘এটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার ফল, নির্বাচন কমিশনের নয়।’ এছাড়াও আধার কার্ড ও অবৈধ ভোটার ইস্যুতে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু অধিকারী।

‘দিল্লির লোকজনও এবার নাটক দেখুন’

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিকে কটাক্ষের সুরে ‘রাজনৈতিক নাটক’ বলে আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দিল্লিতে শীর্ষ আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সুকান্ত মজুমদারের দাবি, রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন কমিশনের কাজে সহযোগিতা করেনি। তাঁর কথায়, ‘রাজ্যের কাছে ক্লাস-টু অবজার্ভার চাওয়া হয়েছিল। রাজ্য তা দেয়নি বলেই কেন্দ্রকে মাইক্রো অবজারভার পাঠাতে হয়েছে। কেউ তো কাজ করবে।’ তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা আড়াল করতেই আদালতের মঞ্চকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ নিয়েও কটাক্ষ করেন সুকান্ত। তিনি বলেন, ‘এই নাটক আমরা বাংলায় সারা বছর দেখি। কখনও পাহাড়ে গিয়ে ছবি, কখনও দিল্লিতে শো। এবার দিল্লির লোকজনও দেখুন।’ তাঁর আরও বক্তব্য, ‘ক্যামেরার সামনে থাকার জন্যই এইসব।’

এদিন আদালতে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বাংলা ইচ্ছাকৃতভাবে টার্গেট করা হচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশনের পাঠানো একাধিক চিঠির জবাব তিনি পাননি। যদিও এই মামলার বিস্তারিত শুনানি হয়নি বলে জানা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে আগামী সপ্তাহে। বিজেপির বক্তব্য, এসআইআর একটি সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং তা কোনও রাজনৈতিক চাপে বন্ধ হবে না।

লোকসভায় হই-হট্টগোলে ভাষণ বাতিল প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি: বুধবার বিকেলে লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে বলার কথা ছিল মোদীর। কিন্তু বলতেই পারলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হট্টগোলের কারণে সভা মুলতুবি হয়ে গিয়েছে। বাতিল করতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। সকাল থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় সংসদের নিম্নকক্ষে। কখনও চিনের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, কখনও ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যসমঝোতা, কখনও গান্ধি পরিবারকে অপমান প্রসঙ্গে বিরোধীপক্ষ বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিক বার সভা মুলতুবি করতে হয়েছে। বুধবার বিকেল ৫টার পর ফের অধিবেশন শুরু হলে বিরোধী সাংসদেরা বিক্ষোভ দেখা শুরু করেছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সভা সম্পূর্ণ মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, বিকেল ৫টার পর সভা শুরু হলে প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন বলে শোনা গিয়েছিল। বিরোধীরাও তৈরি ছিলেন। লোকসভার কার্যক্রম ফের শুরু হলে পরিচালনার দায়িত্ব পান মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ সন্ধ্যা রাই। তিনি প্রথমে পিপি চৌধুরীকে বলার অনুমতি

দিয়েছিলেন। কিন্তু বিরোধীরা হট্টগোল শুরু করলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুধবারের মতো সভা মুলতুবি ঘোষণা করা হয়। বিরোধীরা এতে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী ভয় পেয়ে গিয়েছেন।’ লোকসভায় পরের দিন মোদী ভাষণ দেবেন কি না, এখনও স্পষ্ট নয়।

সকালে প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকেই লোকসভায় বিরোধীদের বিক্ষোভ চলেছে। স্পিকার ওম বিড়লা জানিয়েছিলেন, সভার সদস্যদের প্রশ্ন করতে দেওয়া উচিত এবং সকলের নিয়ম মেনে গোটা প্রক্রিয়াকে সম্মান করা উচিত। কিন্তু তার পরেও বিক্ষোভ থামেনি। তাই বেলা ১২টা পর্যন্ত সভা মুলতুবি করা হয়েছিল। ফের সভার কাজকর্ম শুরু হলে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে হাতে প্ল্যাকার্ড এবং ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস সাংসদেরা। ২০২০ সালে চিনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাতের প্রসঙ্গ ওঠে। ওঠে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সমঝোতার প্রশ্নও। ফের সভা মুলতুবি করা হয় দুপুর ২টো পর্যন্ত।

পরবর্তী ধাপে লোকসভার কার্যক্রমের দায়িত্বে ছিলেন তেলুগু দেশম পার্টির সাংসদ কৃষ্ণপ্রসাদ টেনেটি। তিনি বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেকে ভাষণের অনুমতি দেন। নিশিকান্ত গান্ধি পরিবারকে অপমান করেন বলে অভিযোগ। একাধিক বইয়ের নাম করে করে তিনি বলতে থাকেন, কোন বইতে গান্ধি পরিবারের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কী তথ্য রয়েছে। এতে লোকসভার হট্টগোল আরও বেড়ে যায়। টেনেটি জানান, এই ধরনের মন্তব্যে তিনি অনুমতি দিতে পারবেন না। স্পিকার সভায় এই ধরনের মন্তব্য নিষিদ্ধ করেছেন। বিরোধী সাংসদেরা নিশিকান্তের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন এবং সভার কাজ বিকেল ৫টা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে পুলিশের চার্জশিটে নাম নেই প্রশান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও অমান্য করে আত্মসমর্পণ করেননি জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মন। গা ঢাকা দিয়েই রয়েছেন তিনি। তবে তার জন্য স্বস্তির খবর একটাই, দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মূল অভিযুক্ত হওয়ার পরও পুলিশের চার্জশিটে তাঁর নাম নেই।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৯ অক্টোবর নিউটাউন থানার যাত্রাগাছির খালধার থেকে স্বপন কামিল্যার দেহ উদ্ধার হয়। ৯০ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা পড়ল। সেই চার্জশিটে পাঁচজনের নাম উল্লেখ রয়েছে। তুফান থাপা, রাজু ঢালি, সজল সরকার, গোবিন্দ সরকার এবং বিবেকানন্দ সরকার।তবে কোন অদৃশ্য ক্ষমতাবলে চার্জশিটে প্রশান্ত বর্মণের নাম না থাকায় জল্পনা চরমে। তবে তদন্তকারীরা জানিয়েছে, পরে অতিরিক্ত চার্জশিটে প্রশান্ত বর্মণের নাম যোগ করা যেতে পারে। কিংবা প্রশান্ত বর্মণের বিরুদ্ধে আলাদা করে চার্জশিট দেওয়াও যেতে পারে।

গত বছরের ২৮ অক্টোবর ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগ ওঠে। পরদিন তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এই খুনের ঘটনায় রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রধান অভিযুক্ত বলে মৃতের পরিবারের

অভিযোগ। ওই খুনের ঘটনায় একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হলেও অধরা প্রশান্ত বর্মণ। তিনি গ্রেপ্তার না হওয়ায় ক্ষোভও উগরে দিয়েছে মৃতের পরিবার।

এদিকে ওই খুনের ঘটনায় বারাসাত ও বিধাননগর মহকুমা আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছিলেন প্রশান্ত বর্মণ। সেই আগাম জামিনের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিধাননগর পুলিশ। হাইকোর্ট আগাম জামিনের নির্দেশ খারিজ করে দেয় এবং ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে আত্মসমর্পণের জন্য গত ২২ ডিসেম্বর নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরও আদালতে আত্মসমর্পণ করেননি প্রশান্ত বর্মণ। এরপরই ফেরার হয়ে যান প্রশান্ত। এরফলে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে বিধাননগর আদালত। ওই ফেরার থাকা অবস্থাতেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন প্রশান্ত বর্মণ। গত ১৯ জানুয়ারি দেশের শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খান তিনি। বিচারপতি রাজেশ বিন্দল এবং বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চ ২৩ জানুয়ারির মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয় তাঁকে। এরই মধ্যে রাজগঞ্জে নতুন বিডিও নিয়োগ করে প্রশাসন। এদিকে সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও আদালতে আত্মসমর্পণ করেননি প্রশান্ত বর্মণ। এখনও তাঁকে খুঁজে পায়নি পুলিশ।

আত্মঘাতী আইআইটি পড়ুয়া

- **ফের আত্মহত্যা আইআইটি বম্বেতে। হস্টেলের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী পড়ুয়া। মঙ্গলবার গভীর রাত দেড়টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে এই কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার নম্বর হস্টেলে। ঘটনায় পড়ুয়াদের মতো ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আইআইটি বম্বেতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পড়ুয়ার নাম নমন আগারওয়াল। বয়স ২১ বছর। তিনি রাজস্থানের পিলানির বাসিন্দা। নমন আইআইটি বম্বের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। হস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করতেন তিনি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে ৫০০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Abul Kalam Mallick সাং বাগানডাঙ্গা, গোস্বামীমালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdul Kasem Mallick ও Kasem Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৯২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Kornani Krisharao S/o. Late Kornani Kuramayya ও K Krishnarao S/o. Late K Kavmaia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৯৮৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Ajima Khatun W/o. Late Sk. Jafar Ali সাং ঈশ্বরবাহা, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামীর প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পি.পি.ও-তে আমার স্বামীর সঠিক নাম Sk. Jafar Ali-এর পরিবর্তে Jaffar Ali লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং আমার নাম উক্ত ডকুমেন্টে নিমিনী হিসাবে Ajima Khatun-এর পরিবর্তে Azema Khatun লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Ajima Khatun & Azema Khatun ও আমার স্বামী Sk. Jafar Ali & Jaffar Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Mrigendra Nath Mondal, S/o- Anil Mondal, গ্রাম- চাউলি, পোঃ+ থানা ঘাটাল, জেলা- পঃ মেদিনীপুর। গত ২৭-০১-২০২৬ তারিখে ঘাটাল ACJM (1st Class) এর নিকট ২৫ নং এফিডেভিট মূলে আমি Mrigendra Nath Mondal, S/o- Anil Mondal এবং Meghnath Mondal, S/o- Anil Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Supriya Mondal W/o Sri Debashis Mondal resident at House No. 04, Satyajit Park, Majher Para Road, P.O. Thakurpukur, P.S. Haridevpur, Kolkata-700063, District-South 24 Parganas, have changed my name & date of birth and shall henceforth be known as Sabita Mondal & D.O.B. 12.04.1991 (Old Name & D.O.B.) to Supriya Mondal & D.O.B. 15.11.1991 (New Name & D.O.B) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, District 24-Parganas (South) vide Affidavit No. 13297 dated 28.01.2026. Sabita Mondal & D.O.B. 12.04.1991 and Supriya Mondal & D.O.B. 15.11.1991 are same and identical person.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৩২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sahanaj Begum W/o. Kasem Ali Khan, সাকিম পার্বতীপুর, দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পূর্বের ভোটার কার্ডে (EPIC No. UAA2201069) ও ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৮৪ হরিপাল বিধানসভা, অংশ নাম্বার ১৬৪, ক্রমিক নাম্বার ৩০০) আমার সঠিক নাম Sahanaj Begum W/o. Kasem Ali Khan-এর পরিবর্তে সাহানাজ খাতুন খাঁ স্বামী- কাসেম আলি খাঁ লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sahanaj Begum W/o. Kasem Ali Khan ও সাহানাজ খাতুন খাঁ স্বামী- কাসেম আলি খাঁ একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে ১)শ্রী মহাদেব ঘোষ, ২)শ্রী অলোক কুমার ঘোষ, ৩)শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ, ৪)শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ, ৫)শ্রী সুকুমার ঘোষ, সকলের পিতা ৺ধরানাথ ঘোষ, ৬)শ্রীমতী চৈতালী ঘোষ (দাস) স্বামী শ্রী বৃন্দাবন দাস, ৭)শ্রীমতী মিতালী ঘোষ, ৮)শ্রীমতী কাকলী ঘোষ, ৬/৮ পিতা ৺ধরানাথ ঘোষ, ৯)শ্রীমতী আরতি ঘোষ স্বামী ৺জয়দেব ঘোষ, ১০)শ্রীমতী স্রাবনী ঘোষ স্বামী শ্রী সুজয় ঘোষ, ১১)শ্রীমতী মিলু ঘোষ (সুর) পিতা ৺জয়দেব ঘোষ, সকলের সাকিম দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৭/০৬/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস. আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-00232/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রী প্রশান্ত ধর, পিতা ৺প্রানেশ ধর, সাকিম কাজিডাঙ্গা জোড়া অশ্বত্থতলা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা মানুষপুর, জে.এল. নং ৪, হাল এল.আর. ৪০, ৮০, ১৬০, ১৬২, ১৮৭/৪, ১৮৭/১৭, ২৬৯, ৩৮৩, ৩৯৪ ও ৫৪৮ নং খতিয়ানে, আর.এস ৫০২ তথা হাল এল.আর ৭৯৬ নং দাগে শালি জমি ০১ কাঠা ০৬ ছটাক সম্পত্তি বিগত ইং ০৮/১২/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11562/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী অরুন রায়** পিতা শম্ভু রায়, ও **২)শ্রীমতী সবিতা দেবী** স্বামী শ্রী অরুন রায়, উভয়ের সাকিম বিল্ডিং ২৩, নিউ লাইন বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী অরুন রায়** পিতা শম্ভু রায়, ও **২)শ্রীমতী সবিতা দেবী** স্বামী শ্রী অরুন রায়, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই ফেব্রুয়ারি। ২২ এ মাঘ। বৃহস্পতি বার। চতুর্থী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল এর ও, বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। স্বর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানসিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। আপনার কথা যে কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হতে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ণ নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, ব্যস্ততার সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(শঙ্কচট্টোপাধ্যায়, শ্রী শ্রী শঙ্কনাশিনী দুর্গাপূজা।)

আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্যারাকপুরের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন প্রবীণ ত্রিপাঠী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার অনুষ্ঠানিকভাবে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নগরপাল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। এদিন বিদায়ী পুলিশ কমিশনার মুরলিধর শর্মা তাঁর হাতে দায়িত্বভার তুলে দিলেন। প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী হলেন পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের ২০০৪ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের জুন মাস থেকে তিনি হাওড়ার পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখানে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। এর আগে তিনি কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি পদেও ছিলেন। এবার তিনি ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও মজবুত করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। একইসঙ্গে, তাঁর লক্ষ্য, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

সোশ্যাল মিডিয়া এখন অনেক এগিয়ে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোশ্যাল মিডিয়া এখন অনেক এগিয়ে। বুধবার ব্যারাকপুর জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ব্যারাকপুর সুকান্ত সদনে আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যম। কিন্তু বর্তমানে বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের থেকে অনেক এগিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিনিধিরা সরাসরি ছবি-সহ তথ্য তুলে ধরছেন। প্রয়াত সাংবাদিক উদয় বসুকে স্মরণে এনে প্রাক্তন সাংসদ পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, একটা বড় ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় উদয় দাকে ঘটনাস্থলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। এমনকী পুলিশও ঢুকতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু উদয় দা সেদিন মাথায় পুলিশের হেলমেট পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন। উদয় বসুর সাহসিকতার প্রশংসা করে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, ব্যারাকপুরে উদয় দার মতো সাহসী সাংবাদিক খুব কমই দেখা যায়। প্রসঙ্গত, প্রাণ বাজি রেখে আগুন নেভাতে

ঝাঁপিয়ে পড়া তিন যুবককে এদিন উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সম্মানিত করা হয়। এপ্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, এটা খুব ভালো উদ্যোগ। তবে সাহসিকতার জন্য সমাজের এই ধরনের মানুষজনকে অবশ্যই স্যালুট জানানো উচিত। উক্ত অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রাণপুরুষ ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, প্রখ্যাত সাহিত্যিক মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার চন্দন সেন-সহ বিশিষ্টজনেরা।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা ইলোরা সাহার উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন। দু'হাজারের বেশি শিশু, কিশোর কিশোরী অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়। ইলোরা সাহা ও মৃণাল সাহার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন সকলেই।

বুধবার বিশ্ব ক্যানসার দিবস উপলক্ষে বিপি পোদ্দার হসপিটাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ন্যাচারাল ফাইবার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি-র যৌথ উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, স্বাস্থ্যকর্মীরা ছাড়াও অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় ক্যানসার প্রতিরোধে সচেতনতার গুরুত্ব, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং ক্যানসার সংক্রান্ত সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্তধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

ফরটিস হাসপাতাল, আনন্দপুরের ও প্রেস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে বুধবার আয়োজিত হল ক্যানসার সম্বন্ধীয় একটি হেলথ টক। ৫০ জন সংবাদমাধ্যম কর্মী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ক্যানসরা রোগের আগাম চিহ্নিতকরণ, সচেতনতা এবং ক্যানসার চিকিৎসায় মেডিক্যালের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ডাক্তারদের প্যানেলে ছিলেন ডা. দেবপ্রিয় মণ্ডল, কনসালটেন্ট, মেডিক্যাল অনকোলজি, ডা. সুজাতা দত্ত, সিনিয়র কনসালটেন্ট, গায়নোকোলজিস্ট, ডা. শ্রীনিবাস নারায়ণ, ডিরেক্টর, অনকো-ইউরোলজি।

বিশ্ব ক্যানসার দিবসে রাজ্যপালের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিশ্ব ক্যানসার দিবসের প্রেক্ষিতে প্রতিরোধ, সচেতনতা ও প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণের উপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। জীবনযাত্রার পরিবর্তন, নিয়মিত পরীক্ষা এবং দ্রুত চিকিৎসা; এই তিনটিকেই ক্যানসার মোকাবিলার মূল চাবিকাঠি হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যপাল জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে ক্যানসারের বিরুদ্ধে সমন্বিত লড়াই শুরু হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে অ-সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্যানসার, ডায়াবেটিস, হৃদ রোগ ও স্ট্রোক; এই সব রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে মুখ, স্তন ও জরায়ুমুখ; এই তিন ধরনের ক্যানসারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দেশে ইতিমধ্যেই ১৯টি রাজ্যভিত্তিক ক্যানসার প্রতিরোধ কেন্দ্র এবং ২০টি ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের মাধ্যমে ক্যানসার প্রতিরোধের দিকটিও জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় ক্যানসার গ্রিডের মাধ্যমে দেশজুড়ে ক্যানসার চিকিৎসার মানোন্নয়ন করার প্রচেষ্টা চলছে। এই গ্রিডে ক্যানসার কেন্দ্র, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, রোগী সহায়ক সংগঠন, দাতব্য সংস্থা ও পেশাদার সংগঠনগুলি যুক্ত রয়েছে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী সুনীল আদক, ২)শ্রী অনিল আদক, ৩)অঞ্জলী বাগ, ৪)দেবশ্রী মালিক, ৫)পুষ্প ঘরুই**, সকলের পিতা সুবল আদক, সকলের সাকিম দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৬)শ্রী গনেশ মালিক**, পিতা রূপচাঁদ মালিক, **৭)শ্রীমতী সাগরি মালিক**, স্বামী শ্রী সঞ্জয় কুমার মালিক, সাকিম ইন্দ্রখালি, বুয়াই, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২১২৪, **৮)শ্রীমতী সবরী ঘোষ**, স্বামী শ্রী প্রভাকর ঘোষ, ৬ ও ৮ নং এর সাকিম নাবালগ্রাম, সুলতানগাছা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮, **৯)শ্রীমতী টগরী বাগ**, স্বামী শ্রী হেমন্ত বাগ, ৭-৯নং এর পিতা গনেশ মালিক, সাকিম আটপুকুর, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজি ০১/১০/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-06559/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **১০)শ্রী কৃষ্ণ আদক**, পিতা ৺সুবল আদক, সাকিম দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, জে.এল. নং ৩, হাল এল.আর. ৬২৭ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৮০২ তথা হাল এল.আর. ৮৬৭ নং দাগে কলাবাগান সম্পত্তি বিগত ইংরাজি ২৮/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১)I-09915/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী সুজিত কুমার বর্নওয়াল**, পিতা ভোলালাল বর্নওয়াল, সাকিম নিয়ার আশা ফার্মেসি, ১নং নেতাজী পার্ক, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ০২ কাঠা সম্পত্তি এবং ২)I-09922/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রীমতী শ্বেতা বর্নওয়াল**, স্বামী শ্রী সুজিত কুমার বর্নওয়াল, সাকিম কেওটা, ১নং নেতাজী পার্ক, লিচুবাগান, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াকে ০৩ কাঠা সম্পত্তি একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১) শ্রী সুজিত কুমার বর্নওয়াল**, পিতা ভোলালাল বর্নওয়াল ও **২)শ্রীমতী শ্বেতা বর্নওয়াল**, স্বামী শ্রী সুজিত কুমার বর্নওয়াল, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী রামকৃষ্ণ বসু**, পিতা শ্রী সিদ্ধেশ্বর বসু, সাকিম দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **২)শ্রী মনোজিৎ ভট্টাচার্য্য**, পিতা ৺রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাকিম কাজীডাঙ্গা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৩)শ্রী গনেশ ঢক**, পিতা ৺ভোলানাথ ঢক, সাকিম চন্দনপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৪)শ্রী ভাস্কর নারায়ন মিত্র**, পিতা ৺প্রনব কুমার মিত্র, সাকিম মানুষপুর, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়গণ বিগত ইংরাজি ২৮/০৯/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00230/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী সোমা ঢক**, স্বামী শ্রী গনেশ ঢক, সাকিম চন্দনপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, জে.এল. নং ৩, হাল এল.আর. ১৭৭০, ১৭৭১, ১৭৭২ ও ১৭৭৩ নং খতিয়ানে হইতে বিগত ইংরাজি ১৫/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১)I-15259/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী অলকেশ মাইতি**, পিতা লক্ষ্মীকান্ত মাইতি, সাকিম দেবানন্দপুর, দেবানন্দপুর ব্রীজ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে আর.এস. ৩৮৪ তথা হাল এল.আর. ৪১৬ নং দাগে ডোবা জমি ০৮ ছটাক সম্পত্তি, ২)I-15248/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী প্রদীপ্ত সিংহ**, পিতা শ্রী জয়ন্ত সিংহ, সাকিম বারেকপুর নওপাড়া, দেবানন্দপুর, পোলবা, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক)আর.এস. ৩৮৫ তথা হাল এল.আর. ৪১৭ নং দাগে কলাবগান জমি ০১ কাঠা ১৩ ছটাক ০৫ বর্গফুট সম্পত্তি, খ)আর.এস. ৩৮৪ তথা হাল এল.আর. ৪১৬ নং দাগে ডোবা জমি ০৩ ছটাক ৪২ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগে মোট ০২ কাঠা ৪২ বর্গফুট সম্পত্তি, ৩)I-15255/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী প্রদীপ্ত সিংহ**, পিতা শ্রী জয়ন্ত সিংহ, সাকিম বারেকপুর নওপাড়া, দেবানন্দপুর, পোলবা, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক)আর.এস. ৩৮৪ তথা হাল এল.আর. ৪১৬ নং দাগে ডোবা জমি ০২ কাঠা ০১ ছটাক সম্পত্তি, খ)আর.এস. ৩৮৩ তথা হাল এল.আর. ৪১৫ নং দাগে কলাবগান জমি ০১ কাঠা ২৬ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগে মোট ০৩ কাঠা ২৬ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে তিনটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী অলকেশ মাইতি**, পিতা লক্ষ্মীকান্ত মাইতি ও **২)শ্রী প্রদীপ্ত সিংহ**, পিতা শ্রী জয়ন্ত সিংহ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

DURGAPUR MUNICIPAL CORPORATION
City Centre, Durgapur-713216

Notice Inviting e-TENDER

1) Name of the Work: Construction of fencing at Dakshinanchal Durgapuja Ground, Vivekananda, within Ward No-08, under DMC.
e-Tender No: WBDMC/W/349(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010806_1 ● Est. Amt: Rs.**7,06,933/-**

2) Name of the Work: Construction of Concrete Road connecting between St. No-18 & 16, Shibaji, Ward No-10, Booth No-21, Borough No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/369(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010809_1 ● Est. Amt: Rs.54,055/-

3) Name of the Work: Construction of Toilet Block and provision of Drinking Water Facility at St.-14 & 16, Shibaji, Booth No-21, Ward No-10, Borough No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/369(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010809_2 ● Est. Amt: Rs.**9,43,814/-**

Last Date : 11-02-2026 up to 09.00 AM

4) Name of the Work: Construction of Drain at – 4A, 26, 22, 24, 20 Secondary Road (HSCL) Colony, Borough-01, Booth No-35, Ward No-09.
e-Tender No: WBDMC/W/410(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010811_1 ● Est. Amt: Rs 1,10,314/-

5) Name of the Work: Construction of mini shed with seating arrangement at street no. – 5 & 3 Secondary, Booth No-35, Borough-01, Ward No-09.
e-Tender No: WBDMC/W/410(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010811_2 ● Est. Amt: Rs **6,83,958/-**

6) Name of the Work: Construction of Road at St. no. - 6, Kanishka, Ward No-09, Booth-35, Borough-01.
e-Tender No: WBDMC/W/410(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010811_3 ● Est. Amt: Rs 2,04,463/-

7) Name of the Work: Construction of mini shed between street no. – 9 & 11, Secondary, Booth No-36, Borough-01, Ward No-09.
e-Tender No: WBDMC/W/413(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010841_1 ● Est. Amt: Rs. **6,83,958/-**

8) Name of the Work: Link up the road with CC from 13 no. street to 15 no. street, Secondary, Ward No-09, Booth-36, Borough-01.
e-Tender No: WBDMC/W/413(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010841_2 ● Est. Amt: Rs. 1,49,082/-

9) Name of the Work: Construction of Drain at st. no. – 8, Secondary, Borough-01, Booth No-36, Ward No-09.
e-Tender No: WBDMC/W/413(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010841_3 ● Est. Amt: Rs. 1,65,968/-

10) Name of the Work: Repairing of concrete road from Tilok street no-26 to Mahishkapur street no-15, within Ward No-06.
e-Tender No: WBDMC/W/308(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010845_1 ● Est. Amt: Rs.1,12,532.00/-

11) Name of the Work: Supply and installation of steel tubular pole with LED street light fittings for illumination at the Park in between street no-4 C and 4 D, SEPCO, within Ward No-05.
e-Tender No: WBDMC/W/300(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010870_1 ● Est. Amt: Rs. 2,54,327/-

12) Name of the Work: Repairing of Drain in front of Raghunathpur Durga Mandir, Borough-01, Booth No-14, Ward No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/336(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010878_1 ● Est. Amt: Rs.1,51,039/-

13) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Dibakar Bouri House to Chowrasta at School Para, Ward No - 01, Booth No - 14, Borough No - 01.
e-Tender No: WBDMC/W/336(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010878_2 ● Est. Amt: Rs.98,761/-

14) Name of the Work: Requirement of Community Toilet at Marconi Basti, Booth No-70, Ward No-06, Borough No-01.
e-Tender No: WBDMC/W/414(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010894_1 ● Est. Amt: Rs **9,43,814/-**

15) Name of the Work: Requirement of Community Toilet at 13 no street, Marconi, Booth No-71, Ward No-06, Borough No-01
e-Tender No: WBDMC/W/421(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010926_1 ● Est. Amt: Rs. **9,43,814/-**

16) Name of the Work: Construction of connecting road between street No-1E & 1D at Kaniska, under Ward No-09, Booth No-40, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/497(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010937_1 ● Est. Amt: Rs.1,28,620.00/-

17) Name of the Work: Seating arrangement near Sani Mondir, Kaniska Road under Booth No-40, Ward No-09, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/497(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010937_2 ● Est. Amt: Rs.4,82,914.00/-

18) Name of the Work: Construction of community toilet at Bidhan Pally ground in between Street No-1H & 1E, Kaniska, under Booth No-40, Ward No-09, DMC Area.
e-Tender No: WBDMC/W/497(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010937_3 ● Est. Amt: Rs.3,84,397.00/-

Last Date : 12-02-2026 up to 09.00 AM
For details : tenders.wb.gov.in

Sd/-
Executive Engineer, DMC

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Repairing of Bituminous Road by Mastic Asphalt of Maxmullar Path main and streets and Lifecare hospital to Daily Market within Ward No-22 under D.M.C
e-Tender No. WBDMC/COMM/PW/NIT-288/25-26
Tender ID: 2026_MAD_999263_1 ● Est. Amount : 8917836.00

2) Name of the Work : Improvement of Road from Goutam Pal's House to Dhara Babu's House and from Sima Kar's House to Manoj Upadhay's House at Suryasenpally A Block & Connecting Road of Shyampur, Ward No-42 Under D.M.C
e-Tender No. WBDMC/COMM/PW/NIT-287/25-26
Tender ID: 2026_MAD_999271_1 ● Est. Amount : 3445711.00

3) Name of the Work : Repairing of existing Bituminous road by cement concrete from Munna Gass Shop to B1- 27,Rinku Store to Pradip house, B1-59 to Bharatiyam Club, B1 - 1 to B1-50, B1-39 to B1-47, A Type, A4-7/1 to A4-8/4 & A4-10/1 to A4-9/4 within Ward No - 24 Under D.M.C
e-Tender No. WBDMC/COMM/PW/NIT-283/25-26.
Tender ID: 2026_MAD_999296_1 ● Est. Amount : 4553327.00

4) Name of the Work : Repairing of Bituminous road from Birbhanpur Crematorium to Saha Tailor at Birbhanpur within ward no-41 under DMC.
e-Tender No. WBDMC/COMM/PW/NIT-168/25-26 (2ND Call)
Tender ID: 2026_MAD_999303_1 ● Est. Amount : 1401555.00

Last Date: **19-Feb-2026 upto 3:00 PM**

5) Name of the Work : Construction of Concrete Road at Roypara, Karangapara Ward No-30 Under D.M.C.
e-Tender No. WBDMC/COMM/PW/NIT-286/25-26
Tender ID: 2026_MAD_999280_1 ● Est. Amount : 758276.00

6) Name of the Work : Repairing of Bituminous Road from Maharaja Hotel to Bauripara Connecting Road via Sujoy Sain House at Karangapara Ward No-30 Under D.M.C
e-Tender No. WBDMC/COMM/PW/NIT-285/25-26.
Tender ID: 2026_MAD_999287_1 ● Est. Amount : 692176.00

Last Date: **12-Feb-2026 upto 3:00 PM**
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Improvement of illumination with LED street light Muktadal Club Ground under Ward No.-31 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/276(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010794_2 ● Est. Amt: Rs. 2,14,453.00
Last Date : **13-FEB-2026 upto 05:00 PM**

2) Name of the Work : Renovation of pond at Sukumar Nagar Colony, Booth No.-279, Ward No.-42, under D.M.C.
e-Tender No: WBDMC/W/218(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010778_1 ● Est. Amt: Rs. 2,17,512.00
Last Date : **12-FEB-2026 upto 05:00 PM**

3) Name of the Work : Laying of 25mm dia PVC underground pipe line at barrage side colony, AC-277, Booth No.-279, Ward No.-42,Borough -04 under D.M.C.
e-Tender No: WBDMC/W/218(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010778_2 ● Est. Amt: Rs. 34,348.00
Last Date : **12-FEB-2026 upto 05:00 PM**

4) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubuler pole, LED light fittings, UG armoured cable at Sukumar nagar Colony, Barrage side Colony under Ward No.-42 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/218(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010778_3 ● Est. Amt: Rs. 68,287.00
Last Date : **12-FEB-2026 upto 05:00 PM**

5) Name of the Work : Construction of concrete Road at Muslim Para, Ward No.-31 under D.M.C.
e-Tender No: WBDMC/W/89(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010759_1 ● Est. Amt: Rs. 3,02,384.00
Last Date : **12-FEB-2026 upto 05:00 PM**

6) Name of the Work : Construction of Drain at Security Barrack, Muslim Para, Booth No-217, Ward No-31 under D.M.C.
e-Tender No: WBDMC/W/89(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010759_3 ● Est. Amt: Rs. 1,45,379.00
Last Date : **12-FEB-2026 upto 05:00 PM**

7) Name of the Work : Repairing of ICDS at Salbagan at Booth No-217 under Ward -31
e-Tender No: WBDMC/W/89(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010759_2 ● Est. Amt: Rs. 1,66,145.00
Last Date : **12-FEB-2026 upto 05:00 PM**

8) Name of the Work : Supply, fixing of LED light fittings at Rishi Aurobindapally, st-01 under Ward No-43, of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/272(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010737_2 ● Est. Amt: Rs. 1,05,910.00
Last Date : **12-FEB-2026 upto 05:00 PM**

9) Name of the Work : Repairing of B.T. road near Rishi Aurobinda Pally, Street No.-01, Ward No.-43 under D.M.C.
e-Tender No: WBDMC/W/272(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010737_1 ● Est. Amt: Rs. 4,41,205.00
Last Date : **12-FEB-2026 upto 05:00 PM**

10) Name of the Work : Repairing of Bituminous Roads at Satyajit Park within Ward No-28 under DMC area.
e-Tender No: WBDMC/W/39(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010840_1 ● Est. Amt: Rs. 1,97,356.00
Last Date : **12-FEB-2026 upto 05:00 PM**

11) Name of the Work : Construction and repairing of drain at Satyajit Park, Ward No.-28 under DMC area
e-Tender No: WBDMC/W/39(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010840_2 ● Est. Amt: Rs. 1,69,845.00
Last Date : **12-FEB-2026 upto 05:00 PM**

12) Name of the Work : Water tank with Pipeline repairing at Kusumtala F.P School, Ward No.-28 under DMC
e-Tender No: WBDMC/W/39(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010840_3 ● Est. Amt: Rs. 1,58,655.00
Last Date : **12-FEB-2026 upto 05:00 PM**

13) Name of the Work : Construction of School building (1st floor) at Nepali Para Hindi High School Ward No.-31 under D.M.C. area
e-Tender No: WBDMC/W/276(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010794_1 ● Est. Amt: Rs. 6,97,457.00
Last Date : **13-FEB-2026 upto 05:00 PM**
For details : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২ মাঘ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

কলকাতায় নামল ইস্তানবুলগামী বিমান

■ নেপালের কাঠমান্ডু থেকে তুরস্কের ইস্তানবুলের পথে রওনা দেওয়া একটি যাত্রীবাহী বিমানে আচমকা যান্ত্রিক সমস্যার আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় কলকাতায় জরুরি অবতরণ করা হয়। বিমানে ছিলেন মোট ২৩৬ জন যাত্রী। মাঝ আকাশে উড়ানের সময় পাইলট ডান দিকের ইঞ্জিনে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করেন বলে জানা যায়। সম্ভাব্য আগুনের ইঙ্গিত মিলতেই সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা বিমানবন্দরের এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বিমানবন্দর সূত্রে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের নিরাপত্তাই ছিল সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সমস্ত জরুরি প্রোটোকল মেনেই অবতরণ করানো হয়েছে। বুধবার দুপুরের দিকে বিমানটি নিরাপদে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামে। অবতরণের পর যাত্রীদের দ্রুত ও সুশৃঙ্খলভাবে বিমান থেকে নামানো হয়। বিমানবন্দরের এক কর্তা বলেন, ইঞ্জিনের প্রযুক্তিগত পরীক্ষা চলছে। প্রয়োজন হলে যাত্রীদের বিকল্প বিমানে গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। ঘটনায় কেউ আহত হননি, তবে কিছু সময় আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। বিমানটি আপাতত কলকাতাতেই রাখা হয়েছে।

অপেক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

■ একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগ ঘিরে অনিশ্চয়তা আরও ঘনীভূত হচ্ছে রাজ্যে। দীর্ঘদিন ধরে যে প্রক্রিয়া ঝুলে রয়েছে, তা শুরু না হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে চাকরিহারা 'যোগ্য' প্রার্থীদের মধ্যে। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে এখনও বিষয় ও সংরক্ষণভিত্তিক শূন্যপদের চূড়ান্ত মিল না আসায় কাউন্সেলিংয়ের সূচি ঘোষণা করতে পারছে না স্কুল সার্ভিস কমিশন। ফলে নির্দিষ্ট সময়সীমা মানা যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নিয়োগের সঙ্গে যুক্ত একাধিক পক্ষের দাবি, 'আইনসম্মত রোস্টার ও স্বচ্ছ তথ্য না থাকলে ভবিষ্যতে জটিলতা বাড়বে।' অন্য দিকে কমিশনের বক্তব্য, শূন্যপদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা হাতে না পেলে কাউন্সেলিং শুরু করা সম্ভব নয়। পরীক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যস্ততার মাঝেও দ্রুত সিদ্ধান্তের দাবি তুলছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। তাঁদের আশঙ্কা, ভোটের আবহে বিষয়টি আরও পিছিয়ে যেতে পারে। সব মিলিয়ে শিক্ষক নিয়োগ এখন সময়ের দোলাচলে; প্রশাসনিক প্রস্তুতি আর রাজনৈতিক বাস্তবতার টানাপোড়েনে আটকে নিয়োগ।

শংসাপত্র পেতে দালালচক্র

■ জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র ঘিরে কলকাতা পুরসভার অন্দরে অনিয়মের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ার জেরে হঠাৎ করেই শংসাপত্রের চাহিদা বেড়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটি অসাধু চক্র সক্রিয় হয়েছে বলে অভিযোগ। পুরসভা সূত্রের খবর, দ্রুত নথি পাইয়ে দেওয়ার নামে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হচ্ছিল আবেদনকারীদের কাছ থেকে। একাধিক অভিযোগ পুর প্রশাসনের শীর্ষ মহলে পৌঁছনোর পর নড়েচড়ে বসেন কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। জরুরি ভিত্তিতে আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক ডেকে একাধিক কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতীন ঘোষ বলেন, এই ধরনের দুর্নীতিকে কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। অভিযোগ সামনে আসতেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক পদক্ষেপ করেছি। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকজন কর্মীকে বদলি করা হয়েছে, আবার কারও কারও কাছ থেকে দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। অনেক নাগরিকের অভিযোগ, অনলাইন স্লট না পাওয়ায় দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সেই সুযোগেই দালালরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এক পুরকর্তা জানান, ব্যবস্থার ফাঁক গলে কেউ টাকা কামালে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলায় হাইকোর্টে গেরুয়া ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের সন্দেশখালি নিয়ে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। আর এই মামলার মূল বিষয়বস্তু বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর ঘটনা। এই অভিযোগকে সামনে এনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে দেখা যায় রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপিকে। আদালতে বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে তাতে জানানো হয়, বসিরহাটের সন্দেশখালিতে গঙ্গাধর কয়াল-সহ একাধিক বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করেছে পুলিশ।

এখানেই শেষ নয়, পাশাপাশি এ অভিযোগও করা হয়েছে যে কারও বিরুদ্ধে দেওয়া হচ্ছে অস্ত্র মামলাও। সঙ্গে কারও বিরুদ্ধে ধর্তব্য যোগ্য অপরাধের একাধিক মামলা। আগেই এনিয়ে হাইকোর্টে হওয়া মামলায় রাজ্য মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। এই প্রসঙ্গেই হাইকোর্টে বিজেপি অভিযোগ জানিয়েছে, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের আশ্বাসের সত্ত্বেও নোটিস দিয়ে অভিযুক্তদের ডেকে পাঠানো হচ্ছে। হেনস্তাও করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি, গ্রেপ্তারের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার এনিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত শুনানির আবেদন করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা। উল্লেখ্য, সন্দেশখালির কাণ্ডের সময় বিজেপি নেত্রী মাম্পি দাসের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে নিঃশর্ত জামিন দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। অন্যদিকে সন্দেশখালি নিয়ে ভুয়ো ভিডিও প্রচারের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল।

অভিযোগ, তাঁদের ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো ভিডিও তৈরি করে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়। সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলেই জানান বিচারপতি সেনগুপ্ত। এরপরেও ফের বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করার ঘটনায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হল বিজেপিকে।

ভোটমুখী রাজ্য বিজেপিকে মাঠে নামার বার্তা নবীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি জোরদার করতে সাংগঠনিক স্তরে তৎপর হল বিজেপি। মঙ্গলবার দিল্লি ও কলকাতায় আলাদা আলাদা বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন দলীয় জনপ্রতিনিধিদের স্পষ্ট বার্তা দেন, আগামী কয়েক মাস জনসংযোগই মূল অস্ত্র। একদিকে দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বাংলার সাংসদদের আলোচনা, অন্যদিকে রাজ্যের বিধায়কদের নিয়ে আলাদা বৈঠক; দু'টি ক্ষেত্রেই প্রচারের কৌশল ও দায়িত্ব বণ্টনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দলীয় সূত্রে খবর, সাংসদদের বলা হয়েছে নিজেদের লোকসভা এলাকার প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে। যেখানে সংগঠন দুর্বল, সেখানে আরও বেশি সময় দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। স্ট্রিট কর্নার, ছোট সভা ও স্থানীয় স্তরের কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার কথাও উঠে আসে বৈঠকে। এক সাংসদ ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, ভোটে দাঁড়ানোর মতোই পরিশ্রম করতে বলা হয়েছে সবাইকে।

অন্যদিকে রাজ্যে বিধায়কদের বৈঠকে সংগঠনের নিচুতলার কাজ কতটা এগোচ্ছে, তার খোঁজ নেওয়া হয়। বাড়ি বাড়ি পৌঁছনো, ছোট পরিসরের বৈঠক এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, দলীয় নেতৃত্ব আমাদের নির্দিষ্ট কাজ বুঝিয়ে দিয়েছে। সবাই সেই দায়িত্ব পালন করবে। সব মিলিয়ে ভোটের আগে বিজেপির সাংগঠনিক সক্রিয়তা যে নতুন করে গতি পাচ্ছে, তা রাজনৈতিক মহলে স্পষ্ট।

কমিশনের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন, দিল্লিতে অভিষেকের তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও চড়ল। দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো একাধিক চিঠির কোনও জবাব কমিশন দেয়নি, এমনকী প্রাপ্তিস্বীকারও করা হয়নি।

অভিষেকের বক্তব্য, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচি নিয়ে রাজ্যের একাধিক গুরুতর আপত্তি জানানো হয়েছিল। কিন্তু কমিশনের তরফে নীরবতা থেকেই গিয়েছে। তিনি বলেন, একটি সাংবিধানিক সংস্থার কাছ থেকে ন্যূনতম সৌজন্যও আশা করা কি অন্যায়? তাঁর দাবি, তৃণমূল এসআইআর-এর বিরোধী নয়, আপত্তি রয়েছে অপরিকল্পিত ও ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগে।

ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের অভিযোগ, সংশোধনের নামে বহু ক্ষেত্রে জীবিত নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ছে, যা গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর সরাসরি আঘাত। অভিষেকের কথায়, ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে।

এদিন নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, কমিশন সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও কমিশনের তরফে এই অভিযোগ নিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

তৃণমূল শিবিরের মতে, বিষয়টি শুধু প্রশাসনিক নয়, গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত। আগামী দিনে এই ইস্যুতে রাজনৈতিক সংঘাত আরও বাড়বে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সিসিটিভি বসাতে আরও ১৭ দিন

আদালতে জানাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অগ্রগতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী ঋজু ঘোষাল। পাশাপাশি আদালতে তিনি এও জানান, ওয়েবেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ সম্পূর্ণ করতে এখনও আরও ১৭ দিন সময় লাগবে। পাশাপাশি, নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন প্রসঙ্গে আইনজীবীর তরফে জানানো হয়, ইতিমধ্যেই ২ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে এবং ক্যাম্পাসে ৩০ জন নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে।

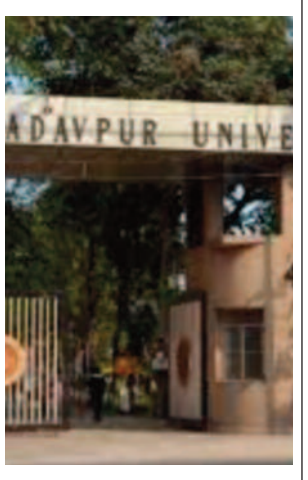

এদিকে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি হবে। পাশাপাশি ওই দিন আদালতে কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। উল্লেখ্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় আদালতের দায়ের হয়েছিল মামলা। এরপর ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে ক্যাম্পাসে ফের এক ছাত্রীর রহস্যময় মৃত্যু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুর থেকে উদ্ধার হয়েছিল তাঁর দেহ। এই পরপর মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্ট আগেই নির্দেশ দিয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারির শুনানিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপে আদালত কতটা সন্তুষ্ট হয়, সেদিকেই তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল।

মৃদু ঠান্ডার অনুভূতি, ফের 'কামব্যাক' করতে পারে শীত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিগত কয়েক সপ্তাহে একের পর এক ঝঞ্ঝার জেরে হঠাৎই চড়চড়িয়ে বেড়েছে তাপামাত্রা। শীতের বিদায় যে আসন্ন তা একেবারে স্পষ্ট এর থেকে। এরইমধ্যে ঝঞ্ঝা কাটিয়ে 'কামব্যাক' করতে চলেছে শীত। ৩ দিনে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমার পূর্বাভাস দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জেরে এদিনই দক্ষিণবঙ্গের আকাশে মেঘ। মেঘ কাটলেই গতি বাড়বে উত্তুরে হাওয়ার। আবহাওয়াবিদরা জানান, ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কিছুটা নিচেও নামতে পারে কলকাতার পারদ। ফের ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা। তবে সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্তই মিলবে শীতের আমেজ। রাজ্যে আপাতত আগামী সাত দিন রাতের তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা সকালের দিকে। দৃশ্যমানতা হাজার মিটারের মধ্যে। আজ বৃহস্পতিবার ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। দৃশ্যমানতা ৫০ মিটার নেমে আসতে পারে দু-এক জায়গায়। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। তবে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কলকাতায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়বে। রাতে ও সকালে শীতের অনুভূতি কিছুটা কমবে। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের সামান্য উপরে রয়েছে। পরপর পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনা আগামী দু'দিন। ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই তাপমাত্রা ওঠানামা করবে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। দু'দিন পর ফের নিম্নমুখী হবে পারদ। কলকাতায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ফের নামতে পারে তাপমাত্রা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে পরিষ্কার থাকবে আকাশ। সকালে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। তবে আপাতত দিনের বেলায় শীত উধাও। সকালে আর সন্ধ্যায় শীতের অনুভূতি।

অন্যদিকে এরমধ্যে গোটা রাজ্যে কোথাওই বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। গত ২৪ ঘণ্টাতেই কোনও জেলাতেই কোনও বৃষ্টি হয়নি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

দূষণ নিয়ে উদ্বেগ, বাতাসের বিষ কতটা আলাদা, খোঁজে নতুন গবেষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার বায়ুদূষণ নিয়ে উদ্বেগ নতুন নয়। কিন্তু একই সময়ে শহর, গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলের বাতাসে থাকা দূষণ কণাগুলির বিষাক্ততা আদৌ এক রকম কি না; এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই রাজ্যে শুরু হয়েছে এক নতুন যৌথ গবেষণা। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে বেঙ্গালুরুর একটি গবেষণা সংস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এই সমীক্ষায় যুক্ত হয়েছে। পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রায় ৪০০টি স্থানে বসানো নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর বাতাসের মান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই বিপুল তথ্যভাণ্ডারই গবেষণার ভিত্তি। এক আধিকারিক জানান, দূষণের মাত্রা জানা থাকলেও, কণাগুলির প্রকৃত ক্ষতিকর ক্ষমতা জানা আরও জরুরি। কারণ উপাদান ভেদে স্বাস্থ্যের ক্ষতিও আলাদা হয়।

ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রামের আওতায় কলকাতায় পিএম ১০-এর গড় মাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমানো সম্ভব হয়েছে বলেও দাবি পর্ষদের। তবে এবার লক্ষ্য শুধু মাত্রা কমানো নয়, দূষণের চরিত্র বোঝা। শহরের যানবাহন-নির্ভর দূষণ, গ্রামীণ এলাকায় জ্বালানি পোড়ানো থেকে তৈরি ধোঁয়া বা শিল্পাঞ্চলের রাসায়নিক নির্গমনের প্রভাব; সবই আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।

গবেষণার তথ্য রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা হচ্ছে। ওই আধিকারিকের কথায়, শিক্ষক ও গবেষকরা এগিয়ে এলে জনস্বাস্থ্য রক্ষার পথ আরও মজবুত হবে। এই সমীক্ষার ফল ভবিষ্যতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ নীতিতে বড় বদল আনতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এসআইআর ইস্যুতে মমতার রাজনীতি, পাল্টা আক্রমণে শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানকে তীব্র কটাক্ষ করল বিজেপি। মঙ্গলবার কলকাতায় দলের রাজ্য সদর দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক নাটক করছেন। শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, কখনও শীতের দৃশ্য উপভোগ, কখনও দিল্লি, কখনও বিদেশ; সবই মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা। কিন্তু মমতা যেখানেই যান, এসআইআর চলবেই। তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে; ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ ছাড়া ভোট নয়। বিজেপি সভাপতির প্রশ্ন, দেশের ১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে, কোথাও অশান্তি নেই। শুধু বাংলাতেই এত ভয় কেন? তাঁর মতে, সত্য সামনে আসার আশঙ্কাতেই এই হইচই। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ২০০৫ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ভোটার তালিকায় অনুপ্রবেশকারীর কথা বলেছিলেন। আজ সেই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা চরম ভণ্ডামি। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ, ভুয়ো ভোটার কার্ড, জাল নোট, লাভ জিহাদ ও জমি জিহাদের অভিযোগও তোলেন তিনি। দাবি করেন, এসআইআর আটকাতে বিএলও-দের ভয় দেখানো হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, আদালতে কোনও তথ্য নয়, শুধু রাজনৈতিক ভাষণ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে, তথ্যের ভিত্তিতেই শুনানি হবে। তাঁর আরও দাবি, এসআইআর-এ কোনও বিএলও-র মৃত্যুর খবর নেই। এটা সম্পূর্ণ ভুয়ো প্রচার। বিজেপির সাফ বার্তা; ডিটেন, ডিলিট, ডিপোর্ট। এসআইআর হবেই, তৃণমূলের পরাজয় নিশ্চিত।

সুবর্ণজয়ন্তীর পরিকল্পনা শুরু বইমেলার শেষদিন থেকেই

শুভাশিস বিশ্বাস

মঙ্গলবার শেষ গেল ৪৯ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। শেষ দিনে কার্যত ভিড় উপচে পড়ে করুণাময়ীর বইমেলা প্রাঙ্গনে। শেষদিনে বইপ্রেমীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মেলা প্রাঙ্গণে গিল্ড হাউজের সামনে ছিল সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চ। রাত ন'টায় শুরু হয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান। তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় ৪৯ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। এদিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে গিল্ডের তরফ থেকে দাবি করা হয়, ভিড় ও বই বিক্রি, জোড়া রেকর্ড তৈরি করেছে ৪৯ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় লিটিল ম্যাগাজিন থেকে কমিক্স, কিংবা ছোট গল্প থেকে উপন্যাস এআই, রিলস, ওয়েবসিরিজের যুগেও বিক্রি হয়েছে যথেষ্ট। এবারে বইমেলায় ৯টি বই প্রকাশ পেয়েছে মুখ্যমন্ত্রী। তারমধ্যে অন্যতম এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদের বই। এবছর থিম কান্ট্রি ছিল ফুটবল খেলিয়ে দেশ আর্জেন্টিনা। কলকাতা বইমেলার অংশগ্রহণ করতে পেরে অত্যন্ত খুশি তাঁরা। আগামী বছর কলকাতা বইমেলার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। সঙ্গে এও জানা গেছে, আগামী বছর ২১ জানুয়ারি ৫০ তম বইমেলার উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার বইমেলার শেষ দিন থেকেই তারই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানানো হয় বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিসার্স গিল্ডের তরফ থেকে।

পাশাপাশি গিল্ডের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এবারের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় গড়ল বই বিক্রির নতুন রেকর্ড। এই বছর বই বিক্রির অঙ্ক পৌঁছল ২৬.৪৫ কোটি টাকায়। যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি বলে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে দর্শকসংখ্যার নিরিখেও ভেঙেছে আগের সব রেকর্ড। এর অন্যতম কারণ এবছর মেলা চলাকালীন ৬ দিন ছিল ছুটির দিন। আর অন্যতম হল মেট্রো পরিষেবা। বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি সুধাংশু শেখর দে। সুধাংশু শেখরবাবু বলেন, আগামী বছর বইমেলা যেহেতু সুবর্ণজয়ন্তী বছরে পা দেবে সেই উপলক্ষে এক বিশেষ পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন বইমেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, বইমেলার শুরু থেকে ৫০ বছরের ইতিহাসের ছবি ও তথ্য যাঁদের কাছে রয়েছে, তাঁরা গিল্ডকে তা দিলে, আগামী বছর বইতীর্থে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের বইমেলা সেই স্মৃতি নিয়েই সাজানো হবে। কারণ, ১৯৯৭ সালে ময়দানে আগুন লাগার কারণে অনেক পুরনো নথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই নথি যদি সংগ্রহ করে আপনারা দিতে পারেন। তাহলে আমরা ৫০ তম বছরে সেটা নিয়ে একটা প্রদর্শনী করতে পারি। এদিকে ইতিমধ্যেই, গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায় বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীকে অনুরোধ করেছেন আগামী বছর যাতে এই বইমেলা প্রাঙ্গণের পরিধি আরও কিছুটা বৃদ্ধি করা যায়। এই বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা পরিধি নিয়ে ভাবছি। আমরা বলব, আমাদের ৫০ তম বছরের জন্য অতিরিক্ত একটু জায়গা দেওয়া হোক। পাশাপাশি এদিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান, নতুন প্রজন্মের ভিড়ই প্রমাণ করে দিয়েছে বইয়ের প্রতি পাঠকের ভালোবাসা এখনও অটুট। ১৯৭৬ সালে মাত্র ৩২ জন প্রকাশক নিয়ে বইমেলার পথচলা শুরু হলেও ৫০ বছরের দোরগোড়ায় এসে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১০০-তে।

ভোটার তালিকা সংশোধনে গাফিলতি নয়: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় অনিয়ম নিয়ে তীব্র অভিযোগ তুললেন বালুরঘাটের সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বুধবার তিনি দাবি করেন, এই প্রক্রিয়ায় যে ত্রুটিগুলি সামনে এসেছে, সেগুলি নিছক ভুল নয়, বরং পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, অনলাইনে ফর্ম পূরণ করলেও তা যাচাই ও অনুমোদনের দায়িত্ব থাকে ব্লক ও মহকুমা স্তরের আধিকারিকদের হাতে। তাই দায় এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। সুকান্তর অভিযোগ, রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেই সমস্যা লুকিয়ে আছে। তিনি বলেন, বিএলও, বিডিও, এসডিও; সবাই রাজ্য সরকারের কর্মী। যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে কে বা কারা সেটা করেছে, তার তদন্ত হওয়া উচিত। তাঁর মতে, একাধিক জেলায় জীবিত ব্যক্তিদের মৃত দেখানোর ঘটনা উদ্বেগজনক, বিশেষত একই প্রশাসনিক আধিকারিকের বদলির পর সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে এমন ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে বলে অভিযোগ।

নাম বানানের ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন প্রসঙ্গেও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সুকান্ত বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক পরিচিত ব্যক্তিদের নাম বিকৃত করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। ক্রীড়াবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের নাম ভোটার তালিকায় না থাকার উদাহরণ টেনে তিনি জানান, অনেক ক্ষেত্রেই বাসস্থান ও সময়ের কারণে নাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সব ঘটনাকে এক করে দেখলে সন্দেহ তৈরি হয়। তাঁর স্পষ্ট দাবি, যদি তদন্তের সুযোগ থাকে, তবে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত; তবেই সত্য সামনে আসবে।

সম্পাদকীয়

নিচুতলার অপরাধীরাই এখন তৃণমলের রক্ষাকর্তা

ফের আরও একবার বেআব্রু হয়ে গেল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সমাজবিরোধী ও অপরাধী যোগ। ছাব্বিশের নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে এই সব স্বঘোষিত দাদাদের দাপট বাড়তে শুরু করেছে এলাকায় এলাকায়। সব জেনেও স্পিকটি নট নেতারা। কারণ, ভোট বড় বালাই। আর এই ভোট বৈতরণী পার হতে স্থানীয়স্তরের এই ক্রিমিনালরাই ভরসা রাজনীতির কারবারিদের। সেটা জানে বলেই তারা আরও বেপরোয়া। গিভ অ্যান্ড টেক পলিসির এই সহজ সমীকরণে এভাবেই চলছে বঙ্গ রাজনীতি। তারই সর্বশেষ নমুনা দেখা গেল সম্প্রতি ঢাকুরিয়ায়। ভর সন্ধেয় এলাকা দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল গোটা এলাকা। ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের ক্ষোভের মূল একজনই, সোনা পাপ্পু। এলাকার পরিচিত ক্রিমিনাল এবং বলাই বাহুল্য শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকা। ফলে ঘটনার পর স্থানীয় তৃণমূল নেতা, কাউন্সিলররা পৌঁছতেই জনতা ক্ষোভ উগরে দেন তাঁদের বিরুদ্ধে। রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ খান থেকে শুরু করে বিধায়ক দেবাশিস কুমার, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের মতো তৃণমূল কংগ্রেসের কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গে পাপ্পুর ছবিও সামনে চলে এসেছে। এতে ভোটের মুখে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। বিপাকে পড়ে এখন আসরে নামানো হয়েছে পুলিশকে। পুলিশ লোকদেখানো কিছু গ্রেফতারি ।করলেও তৃণমূলের ক্ষ্মখাঁটি সোনাক্ষ্ম পাপ্পুর খোঁজ মেলেনি। পুলিশ খুঁজে না পেলেও পাপ্পু অবশ্য ফেসবুক লাইভে এসে নিজের বক্তব্য বলছে। শাসক দলের নেতারা এখন প্যাঁচে পড়ে তার সঙ্গে দূরত্ব তৈরিতে ব্যস্ত। কিন্তু এসব করে পাপ ঢাকা যাচ্ছে না। ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। তাকে ঝুলিতে ভরা এখন শিবেরও অসাধ্য। তৃণমূল তো কোন ছাড়। এসআইআর অস্ত্রে শান দিতে তৃণমূলনেত্রী এখন কলকাতা ছেড়ে দিল্লিতে। কিন্তু ঘরের ভেতর যেভাবে ঘুন ধরেছে তাকে আর চেপে রাখা কিন্তু যাচ্ছে না। নিজেদের ভোটের স্বার্থে অপরাধীদের দেদার ছাড় দিয়ে এখন আর রাশ টানা যাচ্ছে না। বিপদটা এখানেই।

শব্দছক ৬৩

রবি দাস

১	২		৩	■	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■	
	■	৯		■	১০		
১১				■		■	■
■	■		■	১২			১৩
১৪			■	১৫		■	
	■	১৬			■	১৭	
১৮		■	■	১৯			

পাশাপাশি: ১. অপছেদ্দা ৪. গীত ৬. মনের ভাব ৭. লাল দানাযুক্ত ফল ৯. রৌদ্র ১০. এক তিল সম ১১. ব্যবসায়ে অর্থ সাহায্যকারী ১২. মুরব্বী ১৪. সমগ্র ১৫. রাজার মহিয়সী ১৬. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ১৭. তিরিশ দিনের সমষ্টি ১৮. অভিসম্পাৎ ১৯. হাল্কা বৃষ্টির ধ্বনি

ওপর-নিচ: ১. অতি সাধারণ ২. প্রত্যহ ৩. উৎসর্গ ৫. স্বর্গের বিপরীত ৮. পৌত্র-পৌত্রী ৯. দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ ১২. একে অপরকে মারধোর ১৩. রক্ত-সদৃশ ১৪. রঙ্গ ১৭. নাইয়া

সমাধান ৬২ — পাশাপাশি: ১. শ্বেতপদ্ম ৩. সুন্দর ৪. কারা ৬. একাদশী ৯. চাকা ১০. অলক্ষ্যে ১১. বোতাম ১৩. দোল ১৪. রুদ্রনাথ ১৮. চারু ১৯. কাঙাল ২০. পানসে

ওপর-নিচ : ১. শ্বেত ২. পলকা ৩. সুরা ৪. রম্ভা ৫. কাশী ৬. একা ৭. দয়িতা ৮. আলপনা ৯. চারা ১১. বোলচাল ১২. মরু ১৫. দ্রবণ ১৬. থর ১৭ স্যাঁকা

আজকের দিন

■ **১৭৮৩ —** ইতালির ক্যালাব্রিয়ায় একের পর এক ভয়াবহ ভূমিকম্প শুরু

■ **১৯০৭ —** লিও বেকল্যান্ড প্রথম সিন্থেটিক প্লাস্টিক, বেকেলাইট তৈরির ঘোষণা দেন।

■ **১৯৭১ —** অ্যাপোলো ১৪ চাঁদে সফলভাবে অবতরণ করে, মহাকাশচারী অ্যালান শেপার্ড এবং এডগার মিচেল ভূপৃষ্ঠ অনুসন্ধান পরিচালনা করেন।

জন্মদিন

শঙ্খ ঘোষ

১৯৩২ *বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষের জন্মদিন।*

১৯৭৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অভিষেক বচ্চনের জন্মদিন।*

১৯৯০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভুবনেশ্বর কুমারের জন্মদিন।*

বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার মুম্বইয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার মুম্বই রেল লাইনের ধার থেকে। মৃতদেহ গ্রামে ফিরতেই ক্ষোভে ফেটে পরল মৃতের পরিবার-সহ গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বালতি নিত্যানন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালতি মাঝেরপাড়ায়। মৃত পরিযায়ী শ্রমিক আলফাজ মণ্ডল (৩২)।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত সাত বছর আগে আলফাজ মণ্ডল পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করতে গিয়েছিলেন মুম্বই। সেখানে মেট্রো রেলস্টেশনের জন্য ঠিকাদারের আন্ডারে কাজ করতেন। থাকতেন মুম্বইয়ের ঢাকিয়ার রোড এলাকায় সোমবার্গ। চলতি মাসের ২ ফেব্রুয়ারি সোমবার রাত আটটা নাগাদ ট্রেনে করে কাজ থেকে ঢাকিয়া রোডে ফিরছিলেন। তারপর নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। রাত দুটো নাগাদ মুম্বাই পুলিশ মুম্বই মসজিদ বন্দর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় তাঁর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে। মঙ্গলবার সকালবেলা তাঁর পরিবারকে জানায় নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিক বছর ২৩-এর আলফাজের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। হঠাৎ কি হল? কেনই বা নিখোঁজ হয়ে গেল? তারপর রক্তাক্ত মৃতদেহ রেল লাইনের ধার থেকে কেন উদ্ধার হল? তার কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁর মৃত্যু নিয়ে রহস্যের দানা বেঁধেছে। মৃত আলফাজের ভাই জিন্না আলি ও আত্মীয় শফিকুল গাজী জানিয়েছেন, 'আমার ভাইকে বেশ কয়েদিন ধরে বাঙালির শ্রমিক বলে এমনকি বাংলাদেশি বলে ওই ঠিকাদারের অধীনে থাকা কিছু শ্রমিক উত্যক্ত করছিল। তার বাংলা ভাষায় কথা বলা ও বাঙালি হওয়ায় তাকে বাংলাদেশের লোক বলে দাগিয়ে দিয়েছিল। সেই কথা দাদা আমাকে ফোনে বিস্তারিত জানিয়েছিল। তারপরেই এই ঘটনা ঘটায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে ট্রেনে বাড়ি ফেরার পথেই কি তাকে ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হল? না-কি তাকে পরিকল্পনা করে খুন করে রেল লাইনের ধারে ফেলে রাখা হয়েছে?' জিন্না আলি ও শফিকুল গাজী আরও বলেন, 'যেভাবে বাঙালিদের ওপরে ভিন রাজ্যে অত্যাচার হচ্ছে, বাংলাভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে হত্যা করা হচ্ছে তারই বহিঃপ্রকাশ এই ঘটনা হতে পারে। মহারাষ্ট্র পুলিশ উপযুক্ত তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক। ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা এরাজ্যে এসে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে, তখন তো তারা কোনও আক্রান্ত হন না। আমরা সবাই মিলে মিশে কাজ করি, শুধুমাত্র বাঙালিরা ভিন্ন রাজ্যে গিয়ে আক্রান্ত হবেন কেন? এটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন, এই মৃত্যুর প্রকৃত তদন্ত করা হোক।' খবর পাওয়া মাত্রই স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং পরিবারের সদস্যদের সবরকমের সাহায্যের আশ্বাস দয়েছেন।

অনলাইন প্রতারণা প্রতিরোধে সাফল্য, দক্ষিণ দিনাজপুর সাইবার শাখার, উদ্ধার ১ কোটি ৫ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বড়সড় সাফল্য পেল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ। বুধবার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনলাইন প্রতারণার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে তাঁদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল (আইপিএস) জানান, ২০২৫ সালে বালুরঘাট সাইবার থানায় মোট ৫৫টি সাইবার অপরাধের মামলা রুজু হয়েছিল, যার মধ্যে ৪২টি মামলার কিনারা ইতিপূর্বেই করা সম্ভব হয়েছে। এই তদন্তের ভিত্তিতে জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এবং ভিন রাজ্যে মোট ১০৬টি অভিযান চালিয়ে ৩২ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল বলেন, 'বর্তমান সময়ে সাইবার অপরাধ দমনে দ্রুততা, সমন্বয় এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। আমরা সেদিকেই বিশেষ নজর দিয়েছি।' পুলিশি নথি অনুযায়ী, আর্থিক জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৩ কোটি টাকার বেশি অর্থ তদন্তকারীরা ফ্রিজ (আবদ্ধ) করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার মধ্যে থেকে এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযানের সময় জালিয়াতিতে ব্যবহৃত ৪০টি স্মার্টফোন, একটি ল্যাপটপ, প্রায় ৮০টি এটিএম কার্ড এবং বেশ কিছু ব্যাঙ্ক পাসবই বাজেয়াপ্ত করেছে সাইবার ক্রাইম শাখা।তদন্তে একটি বড় সাফল্য আসে ২০২৪ সালের একটি মামলার (কেস নম্বর ১৫) পরিপ্রেক্ষিতে। সেখানে এক ব্যক্তিকে ফেক ট্রেডিং অ্যাপের মাধ্যমে উচ্চ রিটার্নের টোপ দিয়ে ২৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সেই মামলার তদন্তে নেমে ২২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে অভিযোগকারীকে ফিরিয়ে দিয়েছে। হারানো টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তিতে প্রতারিত পরিবারগুলো। সাইবার জালিয়াতির শিকার দিলীপ সরকার বলেন, 'আমি কখনও ভাবিনি যে এই টাকা আর ফিরে পাব।' অন্য এক ভুক্তভোগীর আত্মীয় মহাবুর রহমান সরকার পুলিশের তৎপরতা ও নিয়মিত যোগাযোগের প্রশংসা করেছেন। পুলিশ সুপার আরও জানান, 'সাইবার অপরাধের ক্রমবর্ধমান ঘটনার কথা মাথায় রেখে সাইবার থানায় কর্মী সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং ডিজিটাল জালিয়াতি চক্রের উৎস খুঁজতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে।'পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৫ সালে জেলায় রুজু হওয়া ৫৫টি মামলাই ছিল মূলত আর্থিক জালিয়াতি সংক্রান্ত। এই ঘটনাপ্রবাহ যেমন সাধারণ মানুষের জন্য উদ্বেগের, তেমনই পুলিশের বিশেষ সাইবার ইউনিটের এই সাফল্য সাধারণ মানুষের মনে ভরসা জোগাচ্ছে। উল্লেখ্য, এদিন পুরো বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় পুলিশের তরফে। সেখানে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, ডিএসপি শাহাজান হোসেন-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক।

রাজা রামমোহনের স্মৃতিবিজড়িত আমবাগানের লিজ নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আধুনিক ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিবিজড়িত আমবাগান লিজ দেওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে হুগলির খানাকুলে। রঘুনাথপুরে অবস্থিত রাজা রামমোহন রায়ের বসতভিটে সংলগ্ন আমবাগান আগামী তিন বছরের জন্য লিজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠেছে। হেরিটেজ ঘোষিত সরকারি সম্পত্তি কীভাবে লিজ দেওয়া যায়, এই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। শুধু বিরোধী দলই নয়, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজা রামমোহন রায়ের বংশধররাও। বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন জেলা পরিষদের কর্তারা। হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা দাবি করেন, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, যদিও তাঁর দপ্তর থেকেই দরপত্র প্রকাশ হয়েছে।

বিজেপি নেতা ষষ্ঠী মাঝি ও বিধায়ক বিমান ঘোষ এই লিজ প্রক্রিয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন না করে ঐতিহ্যবাহী জায়গা লিজ দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'এখন ভোটের আগে এদের দেখা যাচ্ছে। রাম মোহন রায়কে নিয়ে লোক দেখানো উন্নয়ন। এতদিন কোথায় ছিল? খানাকুলের রেল নিয়ে তৃণমূল কি করেছে? আমরাই খানাকুল আরামবাগ রেলের সার্ভের অনুমোদন নিয়ে এসেছি। আর তৃণমূল এর ফায়দা লুটতে চাইছে। মানুষ বুঝে নিয়েছে। এবার হেরিটেজ ঘোষিত সরকারি জায়গা অর্থাৎ রাম মোহনের ভিটে, আম বাগানকে লিজ দেওয়া হচ্ছে। ভাবতেও পারি না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।' অন্যদিকে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক স্বপন নন্দীর বক্তব্য, 'উন্নয়নের স্বার্থেই টেন্ডার প্রক্রিয়া প্রয়োজন। বিজেপি উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে।' এদিকে জেলা পরিষদের মেন্টর সুবির মুখোপাধ্যায় জানান, 'হেরিটেজ সংক্রান্ত সরকারি নথি হাতে পেলেই বিষয়টি ট্রাস্টের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে আপাতত লিজ প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।' সব মিলিয়ে ভোটের মুখে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিধন্য এলাকা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে উঠেছে।

নির্বাচনের পর আইনজীবীর কাজ করতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে: দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বুধবার পুরাতন মালদা বিধানসভা এলাকায় বিজেপির বুথ বিজয় কর্মশালায় অংশ নিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা দিলীপ ঘোষ। এদিন তাঁর উপস্থিতিতে বিজেপির বুথ বিজয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন মালদা পুরসভার পালপাড়া, ধানহাটি এলাকায় অবস্থিত বিজেপির পুরাতন মালদা বিধানসভার দলীয় কার্যালয়ে। সেখানে দিলীপ ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তর মালদার সভাপতি প্রতাপ সিং, পুরাতন মালদা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা, বিজেপির উত্তর মালদার সাধারণ সম্পাদক স্নেহাংশু ভট্টাচার্য, পুরাতন মালদা নগর মণ্ডল সভাপতি বাসন্তী রায়-সহ অন্যান্যরা।

তবে বিজেপির উত্তর মালদার সভাপতি প্রতাপ সিং জানিয়েছেন, 'আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই এদিন মালদায় এসেছেন বিজেপির রাজ্যনেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় সুনিশ্চিত করতে বিজেপি নেতা, কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে এসেছেন।' এদিকে দিন পুরাতন মালদার কর্মসূচি সেরে ইংরেজবাজার শহরের ফোয়ারা মোড়ে একটি চায়-পে চর্চায় আলোচনা করতে গিয়েই বিজেপি রাজ্য নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, 'নির্বাচনের পর আইনজীবীর কাজ করতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। এসআইআরকে আটকাবার জন্য এত চেঁচামেচি। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে বিরোধীদের গড়। এখানে যদি উইকেট পড়ে যায়। তাহলে ভারতবর্ষের বিরোধী নেতা বলে কেউ থাকবে না। কারণ, ভারতবর্ষের মানুষ এখন শুদ্ধিকরণ শুরু করেছে। স্বচ্ছ ভারত তৈরি করছেন মানুষ। দুর্নীতি মুক্ত ভারত-হিংসা মুক্ত ভারত। যখন সময় চলে আসে তখন শিয়াল শহরমুখী হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সময় চলে এসেছেন তাই তিনি দিল্লির দিকে ছুটছেন।'

গৌরহাটি ইএসআই হাসপাতালে রোগীর জায়গায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সারমেয়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির গৌরহাটি ইএসআই হাসপাতালের এমনই একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। রোগীর জায়গায় হাসপাতালে বেড-এ শুয়ে রয়েছে সারমেয়। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল জেলায়। যদিও অভিযোগ সঠিক হলে তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন হাসপাতালের সুপার সোমনাথ পাণ্ডে।

সম্প্রতি একটি ভিডিও (যাচাই করেনি এই সময় অনলাইন) ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যম। সেখানে দেখা গিয়েছে হুগলির গৌরহাটি ইএসআই হাসপাতালের একটি বেড-এ শুয়ে রয়েছে একটি সারমেয়। আশেপাশে রয়েছেন রোগীরাও। হাসপাতালের বেহাল দশা নিয়ে তৎক্ষণাৎ সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছে বিজেপি। উল্লেখ্য, ইএসআই হাসপাতাল কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রকের অধীনে হলে এই হাসপাতালের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখভালের দায়িত্ব জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের বলেই খবর। তবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতাল সুপার সোমনাথ পাণ্ডে বলেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে সেটা অনভিপ্রেত। এমন ঘটনা ঘটা উচিত নয়। কার গাফিলতি আছে সেটা দেখা হচ্ছে। কারও গাফিলতি থাকলে তাঁকে শোকজ করা হবে। এই ভিডিয়ো আমিও দেখেছি।' বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ বলেন, 'এটা স্বাভাবিক দৃশ্য। মানুষের বিছানায় কুকুর। কয়েকদিন আগে দেখা গিয়েছে। এক শিশুর মাথা নিয়ে গিয়েছে কুকুর। অবাধ যাতায়াত। এরকম অনেক জায়গাতেই হচ্ছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এ রাজ্য আরও অনেক ছবি দেখেছে। কুকুরের ডায়ালিসিস যখন মানুষের হাসপাতালে হয়, সেটাও দেখা গিয়েছে।' পালটা তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'এটা আমার জানা নেই। খবর নেব। এমন ঘটনা ঘটলে অবশ্যই প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করব।'

ঠাকুর বাড়ির তিন মতুয়া মহাসংঘ একত্রে মতুয়া ধর্ম মহামেলার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মতুয়াদের স্বার্থে ঠাকুর বাড়ির তিন মতুয়া মহাসংঘ একসঙ্গে মতুয়া ধর্ম মহামেলা করার সিধান্ত! মেলার মাঠে যৌথভাবে নিশান উত্তলনের মাধ্যমে মেলার সূচনা হল। রাজনৈতিক ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত মতুয়া বাড়ি। অন্য দিকে, এই বাড়িতেই তিনটি অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ। একটি মাথায় মমতা ঠাকুর অন্য একটির মাথায় শান্তনু ঠাকুর আর একটির মাথায় সুব্রত ঠাকুর। ভিন্ন সময় তারা আলাদাভাবে কর্মসূচি নিতে দেখা যায়। তবে এবছর মতুয়া ধর্ম মহামেলা উপলক্ষে একত্রিত হল তিন মতুয়া মহাসংঘ। আগামী ১৭ মার্চ শুরু হবে এবছরের মতুয়া ধর্ম মহামেল। বুধবার তিন মতুয়া মহাসংঘের প্রতিনিধিরা এক সঙ্গে মতুয়া নিশান তুলে মতুয়া ধর্ম মহামেলার সূচনা করেন। প্রত্যকের বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে ঠাকুর বাড়ির প্রতিনিধিদের মতাদর্শ আলাদা হতেই পারে। কিন্তু ঠাকুরবাড়িতে যে অনুষ্ঠান হয় সেগুলি যাতে একসঙ্গে হয় সেই চেষ্টা করেন। এবছর তিন মতুয়া মহাসংঘ পক্ষ থেকে মতুয়া ধর্ম মহামেলা এক সঙ্গে করার সিদধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই মতোই বুধবার যৌথভাবে মতুয়া নিশন উত্তলনের মধ্যে দিয়ে মেলার সূচনা করেন। তারা আশা করছেন সুষ্ঠুভাবে এবছরের মেলা তারা সম্পূর্ণ করতে পারবেন। যৌথভাবে মেলার সূচনা হওয়ায় খুশি মতুয়া ভক্তরাও।

বর্ধমানে চিকিৎসক খুনে ধৃতকে আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমানের বাদামতলা এলাকায় মঙ্গলবার দুপুরে খুন হন চিকিৎসক রাজা ভৌমিক। ঘটনায় গ্রেপ্তার হয় জীবন রুইদাস নামের এক যুবক। ধৃতের বাড়ি শক্তিগড় থানার অন্তর্গত অমড়া এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার জীবন রুইদাস রক্তমাখা অস্ত্র হাতে বর্ধমান সদর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বুধবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে বর্ধমান সদর থানার পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে আদালতের কাছে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১০৩/৬১(২)/৩(৫) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

আদালতে তোলার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জীবন রুইদাস বলে সে তার দিদিমা চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার কারণে মারা গিয়েছেন। সেই ক্ষোভ ও প্রতিশোধের মনোভাব থেকেই সে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে দাবি করে সে। বুধবার অভিযুক্ত-কে পেশ করা হয় বর্ধমান আদালতে।

হাড়োয়ায় ২টি রাস্তা উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: মুখ্যমন্ত্রীর পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে বুধবার দুটি রাস্তার উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক শেখ রবিউল ইসলাম। এদিন দেগঙ্গা ১ নম্বর ব্লকের দেগঙ্গা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পদ্মপুকুর বাজারে একটি রাস্তা এবং তেলিয়া গ্রামে আরও একটি রাস্তার উদ্বোধন করেন বিধায়ক। এছাড়াও তেলিয়া খেয়াঘাটে একটা ব্রিজ নির্মাণের দাবি ছিল এলাকাবাসীর। সেই জায়গাটিও পরিদর্শনে শেখ রবিউল ইসলাম-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিরা।

ক্যানসার সচেতনতায় সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ভারতবর্ষে প্রতি ৯ জনে একজন জীবদ্দশায় ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেন। ইণ্ডিয়ান জার্নাল ও মেডিক্যাল সায়েন্সের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৫ সালে ভারতবর্ষে ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১৭.৭ লক্ষ। যার প্রায় ৭.৫ লক্ষ মহিলা এবং ৭.১ লক্ষ পুরুষ। প্রতিদিন ক্যানসারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। খাদ্যাভাসে পরিবর্তন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে পারে এবং দুটি ক্যানসার টিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। সোসাইটির সম্পাদক প্রলয় মজুমদার বলেন, 'সারভাইক্যাল ক্যানসার এইচপিভি টিকার সাহায্যে প্রতিরোধ করা যায় এবং এইচবিভি টিকা যকৃতের ক্যানসারের সম্ভাবনা কমায়। সচেতনতা বৃদ্ধিতে আজ বিশ্ব ক্যানসার দিবসে বর্ধমান হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন পিজি হাসপাতালের গবেষক চৈতালি ঘোষ। চৈতালি স্কুলপড়ুয়াদের সারভাইক্যাল ক্যানসার নিয়ে সচেতন করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জুঁই বন্দোপাধ্যায় বলেন, 'এমন সেমিনার স্কুলের সকলকেই সমৃদ্ধ করে।'

জামুড়িয়ায় উদ্বোধন ইএসআই ডিসপেনসারির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শিল্পাঞ্চল জামুড়িয়া, যেখানে রয়েছে প্রায় ৫০টিরও বেশি ছোট, বড় কলকারখানা। নিত্যদিন বহু শ্রমিকের আনাগোনা। কিন্তু এই সব কারখানাগুলিতেই মাঝেমধ্যেই ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কখনও কারখানার যন্ত্রাংশের নিচে চাপা পড়ে শ্রমিক মৃত্যু, আবার কখনও আগুনে ঝলসে শ্রমিক মৃত্যু, তাছাড়াও গুরুতর জখম হলেই চিকিৎসার জন্য ছুটতে হয় আসানসোল বা দুর্গাপুরের কোনও চিকিৎসা কেন্দ্রে, যার ফলে শ্রমিকরা ভোগান্তির শিকার হন। দীর্ঘদিনের এই সমস্যায় এবার ইতি পড়ায় খুশি শ্রমিক মহল। বুধবার জামুড়িয়া বিধানসভার অন্তর্গত ভূত বাংলায় রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং স্থানীয় বিধায়ক হরেরাম সিং-এর হাত ধরে ইএসআই কার্ডধারী শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসার স্বার্থে ইএসআই ডিসপেন্সারির উদ্বোধন হল। যেখানে মিলবে, প্রাথমিক চিকিৎসা, ইনজেকশন এবং সিক সার্টিফিকেটের মতো নানান সুবিধা। যা স্বভাবতই শ্রমিকদের কাছে একটি খুশির খবর। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, 'জামুড়িয়া বিধানসভায় অনেকগুলো কারখানা হয়েছে, এখানে অধিকাংশ শ্রমিকের কাছেই রয়েছে ইএসআই কার্ড। কারখানায় কোনও দুর্ঘটনায় শ্রমিক আহত হলে তাদেরকে ছুটতে হয় আসানসোল বা দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে জামুড়িয়ায় একটি ইএসআই ডিসপেন্সারি তৈরি করব। যা শ্রমিকদের সহজে এবং সুলভ মূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেবে। সেই কাজ আজ আমরা করতে পেরেছি।'

পুরুলিয়ায় মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বিধানসভা নির্বাচনের আগে পুরুলিয়ায় বন্ধের ডাক দিয়ে এবার মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য। বুধবার সকালে পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলের বোরো থানার অন্তর্গত আঁকরো বড়কদম অঞ্চলের আঁকরো গ্রামের পুকুর পাড় থেকে লাল কালিতে হাতে লেখা ওই পোস্টারটি উদ্ধার হয়। ওই পোস্তারে লেখা আছে ২০২৬-এ খেলবে মাওবাদীরা। বন্ধ না মারলেই মৃত্যুদণ্ড। তবে কবে এই বন্ধ হবে ওই পোস্টারে লেখা নেই। একদা মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল ছিল পুরুলিয়া জঙ্গলমহলের বোরো থানা এলাকা। ভোটের মুখে এরকম পোস্টার ঘিরে আবার ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ পোস্টারটি উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়াড়ি বলেন, পোস্টারটি সিজ করা হয়েছে। কে বা কারা এই কাজ করেছে তার জন্য তদন্ত চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর চুঁচুড়ায় জেলা জজ কোর্টে সওয়াল স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে নয়, আবেদনকারী হিসেবে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবারই প্রথম নয়, আগেও আদালতে সওয়াল করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরনে ছিল সাদা শাড়ি ও কালো চাদর। কিন্তু একসময় আইনজীবীর কালো গাউন গায়ে চাপিয়ে তাঁকে সওয়াল করতে দেখে ছিল আদালত। ২৯ বছর আগের কথা। যোগেশচন্দ্র ল' কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি পেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দিন আইনজীবী মমতাকে সামনে থেকে দেখেছিলেন হুগলিবাসী। সালটা ছিল ১৯৯৭। চুঁচুড়ায় জেলা জজ কোর্টে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছিল মমতাকে। এর ১৪ বছর পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মমতা বলেছেন যে তিনি চাইলেও আদালতে প্র্যাকটিস করতে পারেন, কারণ তিনি আদতে একজন আইনজীবীও। দিনটা ছিল জুলাই মাসের ৬ তারিখ। রথযাত্রার দিন। গুপ্তিপাড়ায় রথের সড়কে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা থেকে অশান্তি এমন পর্যায় পৌঁছয় যে পুলিশ গুলি চালায়। গুপ্তিপাড়া লালপুকুর এলাকার বাসিন্দা হলধর মণ্ডল ও বুড়ো বাগ গুলিবিদ্ধ হন। মৃত্যু হয় হলধর মণ্ডলের।পরের দিন অর্থাৎ ৭ তারিখে তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্তিপাড়ায় যান। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। রথের সড়কে ছোট সভা করে সোজা চুঁচুড়া আদালতে পৌঁছে যান তিনি। খবর ছিল মৃত হলধর মণ্ডলের দেহ চুঁচুড়াতেই দাহ করে দেবে পুলিশ। সেই সময় পুলিশমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পুলিশের সেই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে চুঁচুড়া জেলা জজ কোর্টে সওয়াল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন কালো গাউন পরে মমতাকে আদালতে সওয়াল করতে দেখে ছিলেন অনেকেই। প্রায় তিন দশক পর এদিন আবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদালতে সওয়াল করতে দেখা গেল। এখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির সামনে এদিন সওয়াল করেন মমতা। সেই ঘটনাই স্মরণ করছেন বর্তমান হুগলির তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা।

পথশ্রীর কাজ চলাকালীন রাস্তায় ফাটল, প্রতিবাদে মারধর তৃণমূল নেতাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের কাজ চলাকালীন ধরা পড়লো রাস্তায় ফাটল। এনিয়ে প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হলেন স্থানীয় তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য-সহ চার জন। আর এই ঘটনায় ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার সংস্থাকে হামলার মদত জোগানোর অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার সিপিএমের এক পঞ্চায়েত সদস্য ও একাংশ কংগ্রেস

কর্মীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল ১ ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মল্লিকপাড়া এলাকায়। আক্রান্ত তৃণমূল নেতার ভাই মামুন আক্তার সরকার পুরো বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য মহবুল হক, কংগ্রেস কর্মী মাসিউর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন-সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল ১ ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য সামিম আক্তার সরকার গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁর মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। এছাড়াও আরও তিনজন আংশিক আহত হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ওই এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার কংক্রিটের পাকা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। আক্রান্ত তৃণমূল নেতা সামিম আক্তার সরকার বলেন, 'মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ মল্লিকপাড়া এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় এক কিলোমিটার কংক্রিটের ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। কোনরকম সিডিউল টাঙানো হয়নি। যে ঠিকাদার এই কাজটি করছে তিনিই স্থানীয় সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য ও কিছু কংগ্রেসিদের হাত করেই এমন দুর্নীতি করছে। পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তার কাজটির নিম্নমানের হচ্ছে বলেই প্রতিবাদ করেছিলাম। মঙ্গলবার দুপুরে এই গোলমালের ঘটনাটি ঘটলে তখনকার মতো মিটে যায়। রাতেহ বাড়ি ফিরছিলাম যখন অতর্কিতে লোহার রড, লাঠি নিয়ে আমার ওপর হামলা চালানো হয়। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে দলের আরও কয়েকজন কর্মীও গুরুতর জখম হন।'

অভিযুক্ত সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য মহবুল হক জানিয়েছেন, 'কাটমানি আদায়কে ঘিরে নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই এই গোলমালের ঘটনাটি ঘটেছে। তৃণমূলের দোষ ঢাকতে এখন ওরা এভাবে মিথ্যা অভিযোগ করছে।' চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিশ্ব ক্যানসার দিবস বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া লাইফ ক্যান্সার সোস্যাইটির উদ্যোগে ও ধূলামাটির সহযোগিতায় বাঁকুড়া শহরের কেন্দ্রস্থল মাচানতলায় এক পথসভার আয়োজন করা হয়। সোস্যাইটির সদস্যরা জনসাধারণকে ক্যান্সার রোগ প্রতিহত করার জন্য সচেতন করতে লিফলেট বিতরণ করা হয়। মাচানতলায় ছাত্রীরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড সম্বলিত পোস্টার নিয়ে পথ সভায় উপস্থিত থেকে মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এর সাথে ধূমপান বর্জন, সুষম খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম এবং প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্তকরণের মাধ্যমে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানোর আহ্বান জানানো। আজকের পথসভায় উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক আলোক মণ্ডল, আতঙ্ক ভঞ্জন পরামানিক-সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন আইএমএ-র সম্পাদক ডাঃ সুদেব সিনহা, ধূলা মাটির সম্পাদক প্রশান্ত চৌধুরী, বিজ্ঞান মঞ্চের সাধন দানা, বাচিক শিল্পী স্নেহাশীষ রায়। পথ সভায় কি কি লক্ষণ দেখা দিলে সচেতন হতে হবে এবং ডাক্তার বাবুর পরামর্শ নেওয়ার কথা বলেন।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস : ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০ ০২০
দূরভাষ নং ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭
ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১:০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা ৭০০০২০ -তে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ সময়ে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিকের কোম্পানির স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন করা হবে।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা তেজস দোশী
তারিখ: ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ডিরেক্টর

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা — ই-নিলাম নোটিশ
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩/৯৭৭৯৫৮৫৩৮৭

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ... সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় ...

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৬.০২.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ...

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে ... ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ... **স্বত্ব দখলীকৃত ২৬.০২.২০২৬** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে ... **১৫,৪৩,৩৩,৭৫৮.৬২ টাকা (পনের কোটি তেতাল্লিশ লাখ তেত্রিশ হাজার সাতশ আটান্ন টাকা এবং ...** থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স এক্স...** রেজিস্টার্ড অফিস কারনানি এস্টেট, ৪র্থ তল, সুট নং ১০৯এ, ২০৯, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০... **এর নাম (ক) শ্রী পঙ্কজ কুমার দাস (জামিনদাতাগণ)** পিতা মণি কান্ত দাস ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৩সি, সানি ... -৭০০০৮৪ **(খ) শ্রীমতি সমপদা ঐশ্বর্য (জামিনদাতাগণ)** স্বামী পঙ্কজ কুমার দাস ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৩সি ... কলকাতা -৭০০০৮৪ **(গ) শ্রী নীরজ দাস (জামিনদাতাগণ)** পিতা মণি কান্ত দাস ফ্ল্যাট নং ৩সি, সানি ... -৭০০০৮৪ **(ঘ) শ্রী ব্রিজেশ ভগত (জামিনদাতাগণ)** পিতা জগদীশ ভগত ঠিকানা টাওয়ার ৫, ফ্ল্যাট ৯... শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৮ কাছ থেকে।

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ০৫.০২.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ কলকাতা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল — ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৬.০২.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রা লি., ...	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস নং ৩বি, ৩সি এবং ৩ডি, পরিমাপ ৩২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট ...	২,৮৩,৭৬,০৯৮.০০ টাকা (দুই কোটি ...)	ক) ৫৩,৪৬,০০০.০০ টাকা
২	শ্রী কৃষ্ণ দাস, ...	...	১৪,৯২,১৭৩.০০ টাকা ...	...
৩	শ্রীমতি গীতাঞ্জলি নায়ক, ...	...	৪৩,৪৩,৫৯৫.০০ টাকা ...	...

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৫.০২.২০২৬ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করা হবে অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AGI GREENPAC
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮,
ই-মেইল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com

কোম্পানির সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর ধারা ১০৮ এর সাথে পঠিত ধারা ১১০, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ২২ এবং বিধি ২০ এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এবং সম্মতিতে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের ১৭/২০২০, এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি, সর্বশেষটি হল ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের ০৩/২০২৫ তারিখের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") (এরপরে সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫ ("তালিকাবদ্ধকরণ") এর প্রবিধান ৪৪ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই) দ্বারা জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সময়ে সময়ে সংশোধিত আইন ও বিধিমালা (যেকোনো আইনগত পরিবর্তন(গুলি) বা আপাতত বলবৎ পুনঃপ্রণয়ন সহ), কোম্পানি ২৮/০১/২০২৬ তারিখের পোস্টাল ...

... জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpac.com এবং সিডিএসএল -এর ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ : ০৪.০২.২০২৬ মেম্বারশিপ নং : এসিএস ৩০৯২৬

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
১১১বি, রাজা এসসি মল্লিক রোড, এসবি টাওয়ার, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৭
মেইল আইডি : garia@kvbmail.com
ফোন নম্বর : ৮৩৩৬৯৭২৮৫১

সেফ ডিপোজিট লকার ভেঙে খোলার সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত লকারধারী গড়িয়া শাখা থেকে নিরাপদ আমানত লকার সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পুনর্নবীকরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যদিও কারুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বারবার নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও। যেহেতু লকারধারী লকার ভাড়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ২০.০২.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টায় সংশ্লিষ্ট শাখা প্রাঙ্গণে লকার ভাঙতে বাধ্য।
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লকারধারী/আইনি উত্তরাধিকারীদের জন্য এই পাবলিক নোটিশ।
অধিকন্তু, কারুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই লকার ভেঙে খোলার তারিখ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে।

ক্রম নং	শাখার নাম	গ্রাহকের নাম	লকার নং	বকেয়া পরিমাণ (টা)
১	গড়িয়া	শ্রাবণী গুহ	3104005C034	৬০১৮
২	গড়িয়া	ননী গোপাল কুর্মু	3104002F017	৮৮৫০

তারিখ : ০৫.০২.২০২৬ অনুমোদিত কর্মকর্তা
স্থান : গড়িয়া কারুর বৈশ্য ব্যাংক লি.

Indian Bank ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ... ১৩(১২) অধীনে ক্ষমতা বলে এবং ... ঋণগ্রহীতা: ১. মেসার্স থার্মোজেন (সংস্থা), স্বত্বাধিকারী: শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায় ... শ্রী রজত কুমার দে (জামিনদাতা) ...

স্বত্বাধিকারী	জমির এরিয়া	দলিলের বিস্তারিত
শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায়	...	...
শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায় এবং সঙ্গীতা সরকার (রায়)	... রেসিডেন্সি, ব্লক -সি, পুরসভা প্রেমিসেস নং জিএফ-১৯/২, নবপল্লি, (পুরসভা হোল্ডিং নং আরজিএম ৮/এ/এএস/২৩১/১১/২০০৪ নবপল্লি), পো জ্যাঙ্গরা, থানা রাজারহাট, ওয়ার্ড নং ৮, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।	...

**১৩(৪) অধীনে পূর্বের ইস্যুকৃত নোটিশ প্রত্যাহার করা হল।
তারিখ : ০৪.০২.২০২৬ স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

GIC HOUSING FINANCE LTD.
জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ
রেজিঃ অফিস : ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (বারাসত শাখা): ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৭, যশোর রোড, কলকাতা ৭০০১২৭
শাখার মেল আইডি: barasat@gichf.co.in
টেলিফোন নং ৯৮৩৬১ ০৮৪১৭ / ৯১৬৩৯ ৬৩৮২৯, অনুমোদিত অফিসার : সুভাষ মান্না

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্ন স্বাক্ষরকারী, জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (জিআইসিএইচএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ সেকশন ১৩ (১২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের কাছে তাঁদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। কিন্তু, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, উপরোক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) এবং ১৪ সহ রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল গ্রহণ করেছি।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম/ লোন ফাইল নং	সম্পত্তির ঠিকানা/ সম্পত্তির এলাকা (সুপার বিল্ট আপ স্কোয়ার ফুটে)	দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	বাস্তবিক দখলের তারিখ	মোট বকেয়া (মূল, সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	ঋতু রাজ পান্ডে এবং মনোরমা পান্ডে WB0770600000174	সম্পত্তির এক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কার্পেট এরিয়া ৩৮৭.৬৪ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৭০৯.১০ বর্গফুট, কমবেশি, বিল্ডিং সহ যা আর.এস. দাগ ৩০৮১-এ অবস্থিত, বিল্ডিংয়ের নাম - শুভম প্লাজা, ...	১৮.১২.২০২০	১৬.০৭.২০২৫	২৯,৪২,৯৪৭/-	১৩,২৬,২৬৬/-

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ২০.০২.২০২৬ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩:০০ টা থেকে বিকাল ০৪:০০ টা পর্যন্ত। ...

... বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার এর ওয়েবসাইট https://bankauctions.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

তারিখ : ০৫.০২.২০২৬ জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ -এর পক্ষে
স্থান: কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার

ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাড়ি

মানবিক মুখ পুলিশ, প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সবেমাত্র বাংলা ও ইংরাজি বিষয়ের পরীক্ষা হয়েছে। তার মাঝেই ভয়াবহ আগুনে বইপত্র-সহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল নিজেদের একমাত্র মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকুও। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর এমন করুণ পরিস্থিতিতে তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়াল পুলিশ, প্রশাসন ও সব রাজনৈতিক দল। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের হরিহরপুর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার মাধ্যমিকের ইংরাজি বিষয়ের পরীক্ষা থাকায় স্থানীয় কালিসেন উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অর্পণ ধীবর। পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ফিরেই দেখে তাদের একমাত্র মাথাগোঁজার ঠাঁইটুকু পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তুপে। ভয়াবহ আগুনে বাড়ির যাবতীয় সামগ্রী-সহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার সমস্ত বইপত্রও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অর্পণের বাবা তরুণ ধীবর পেশায় ছোট গাড়ির চালক। হরিহরপুর গ্রামে ছোট্ট এক কামরার একটি এজবেস্টারের ঘরে অর্পণ ও তার ছোট ভাইকে নিয়ে বসবাস করত বাবা তরুণ ধীবর ও মা রীণা ধীবর। গতকাল দুপুরে অর্পণ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গেলে তার মা ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে যান। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে তার মা দেখেন গোটা বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও, তাঁর চোখের সামনেই আগুনে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায় বাড়িটি। পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাড়ির যাবতীয় আসবাব, পোশাক এমনকি ছেলেদের বইপত্রও। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে এমন ঘটনা চোখে পড়তেই হতাশায় ভেঙে পড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অর্পণ। বইপত্র পুড়ে যাওয়ায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তার পরবর্তী পরীক্ষাগুলিও। তবে ঘটনার খবর জানাজানি হতেই ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পাশে দাঁড়ায় পুলিশ, প্রশাসন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। পুলিশের তরফে তড়িঘড়ি ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় বইপত্র কিনে দেয় ওন্দা থানার পুলিশ। পরিবারটির হাতে কিছু খাদ্য সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয়। পরিবারটির হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক ও তৃণমূল নেতৃত্ব।

আঝাপুর স্কুল-কাণ্ডে নিন্দার ঝড়

সাসপেন্ড প্রধান শিক্ষক-সহ মোট ৭ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: আঝাপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং অন্য কয়েকজন শিক্ষক মিলিতভাবে মারধর করলেন অফিসার ইনচার্জকে। এমনই অভিযোগ ওঠে মঙ্গলবার। ইংরেজি পরীক্ষার একেবারে শেষ দিকে ওই স্কুলের এক গ্রুপ ডি কর্মী সঞ্জীব দাসের মুঠোফোন বেজে ওঠে পরীক্ষা কেন্দ্রেই। সেই সময় সেখানেই নিজের দায়িত্বে ছিলেন স্কুল পরিদর্শক প্রশান্ত কবিরাজ। মুঠোফোন বেজে ওঠায় সঞ্জীবের কাছে মুঠোফোন চান জমা দিয়ে দেবেন বলে। কিন্তু, সঞ্জীব মুঠোফোন জমা দিতে না চাওয়ায় শুরু হয় বচসা। পরীক্ষা শেষের পর সেই বচসা গড়ায় প্রধান শিক্ষকের ঘর পর্যন্ত। ওই ঘরে সে সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক এবং ভেনু সুপারভাইজর অসীম কুমার বিশ্বাস, সংস্কৃত-র শিক্ষক প্রদীপ পণ্ডিত, জীববিদ্যার শিক্ষক সঞ্জীত টুডু, শারীরবিদ্যা বিষয়ের শিক্ষক সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্মশিক্ষা-র শিক্ষক অরিন্দম বালা, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক অতনু মুখোপাধ্যায় এবং গণিত বিষয়ের শিক্ষক আশিস দত্ত। অভিযোগ, সেই সময় প্রশান্তকে বাবুকে ঘরে উপস্থিত থাকা প্রত্যেকেই বেধড়ক মারধর করে। জানা গিয়েছে, ভেন্যু সুপারভাইজর বা প্রধান শিক্ষকের ঘর সাধারণত সুরক্ষিত থাকে। লাগানো থাকে সিসিটিভি। কিন্তু সেই সিসিটিভি ক্যামেরাতেও ধরা পড়েনি ঘটনার ফুটেজ। প্রথম ১১ মিনিটের পর মুছে দেওয়া হয়েছে ফুটেজ বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই প্রধান শিক্ষক-সহ মোট ৭ জন, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীকে সাসপেণ্ড করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। গ্রামবাসী তথা প্রাক্তন ছাত্ররা লজ্জার সঙ্গে জানিয়েছেন, আঝাপুর স্কুল দেশ স্বাধীনের আগের শতবর্ষের অধিক প্রাচীন একটি স্কুল। যেখানে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদধূলি পড়েছিল। এহেন ঐতিহ্যবাহী স্কুলকে শিক্ষকরা একেবারে দেশবাসীর কাছে নিন্দনীয় করে তুলেছেন। এটা তাদের কাছে সত্যিই লজ্জাজনক। তারা চান বিষয়টি নিয়ে সঠিক তদন্ত হোক এবং সত্যিটা সমানে আসুক। দোষিদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক।

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**শ্রী কৌশিক সেঁইন,** পিতা কমল সেঁইন, **ঠিকানা :** ডি-১/১৫, করুণাময়ী হাউসিং এস্টেট সেক্টর-২, কলকাতা -৭০০০৯১, **আরও ঠিকানা :** জেকে টি সেন্টার, সল্টলেক -এই/৬৩১, ব্লক -এ ই, সেক্টর -১, প্রেমিসেস -৪২১, কলকাতা- ৭০০০৬৪, **আরও ঠিকানা :** ৪সি, ৫মতল, ধনুসিড়ি অ্যাপার্টমেন্ট, থাকদাড়ি রোড, কৃষ্ণপুর, কলকাতা- ৭০০১০২। **হোম লোন এ/সি নং : ৪২৯৬৪৫৯৭৬২১ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪২৯৭৫৪৪৮৬৯৯। শাখার নাম : রাজারহাট মেন রোড (৭০৬৮২) শাখা।**	অংশ-১ দায়বদ্ধতার ধরন : নেই। অংশ -২ **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট উজ্জ্বল টাইলস এর মেঝে, লিফট সুবিধা সহ ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতলে, (উত্তর-পূর্ব দিকে), পরিমাপ আনুমানিক কার্পেট এরিয়া ৪৯২ বর্গফুট সমপরিমাপ (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৯৩ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি উক্ত ভবনে পরিচিত ধানসিড়ি অ্যাপার্টমেন্ট, নির্মিত প্রথম তপশিলে বর্ণিত মতে অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ, অধিকার সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। উক্ত মোট বাস্তু জমি পরিমাপ ৮ ডেসিমেল সমপরিমাপ ৪ কাঠা ১৩ ছটাক ১৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা থাকদাড়ি, জেএল নং ১৯, আরএস নং ২১৬, তৌজি নং ১০, সিএস দাগনং ২৭৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৯৪, সিএস খতিয়ান নং ৫৫৩,আরএস খতিয়ান নং ৫৯৯, এলআর খতিয়ান নং ২৭৬৮ (০.৩৫৬৫ অংশভাগ), থানা : নিউটাউন (পূর্বতন রাজারহাট), স্থানীয় থাকদাড়ি রোড, কৃষ্ণপুর, কলকাতা ৭০০১০২, স্থানীয় বিধাননগর পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ২৭ (পূর্বতন মহিষবাথান ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত) অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস রাজারহাট, নিউটাউন, উত্তর ২৪ পরগনা (পূর্বতন বিধান নগর, সল্ট লেক সিটি), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা এবং পশ্চিমবঙ্গ। নথিভুক্ত স্বত্ব দলিল বুক নং ১, ভলুম নং ১৫২৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩০৩২৩১ থেকে ৩০৩২৬৫, দলিল নং ১৫২৩০৭৮৮৫-২০২৪ সালের। সম্পত্তি শ্রী কৌশিক সাঁইন পিতা কমল সাঁইন এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি আরএস দাগ নং ২৯২। দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া নথিভুক্ত রোড (থাকদাড়ি রোড)। পূর্বে : জমি আরএস দাগ নং ২৯৪ অংশ। পশ্চিমে : জমি আরএস দাগ নং ২৯৪ অংশ।	২১.০১.২০২৬	১৫.০১.২০২৬	২৫,৭১,৪৪০.৮৯ টাকা (পঁচিশ লাখ একাত্তর হাজার চারশ চল্লিশ টাকা এবং উননব্বই পয়সা) **২১.০১.২০২৬** অনুযায়ী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৫.০২.২০২৬
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৬.০২.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**মমতা হোসিয়ারি প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী দেবনাথ ঘোষ, শ্রীমতি মমতা ঘোষ, শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ।**	**ক.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক ৩৯ বর্গফুট এবং তদস্থিত তিন তলা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২১, বীরাডিঙ্গি সেকেন্ড বাই লেন, জেএল নং ০১, খতিয়ান নং ৬৫, দাগ নং ২৯২১, ২৯২২, ২৯২৩, ২৯২৪, সিট নং ০২, মৌজা : বালটিকুড়ি, ওয়ার্ড নং ৫০, থানা : জগাছা বর্তমানে লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮। **দলিল নং ৬৩ -১৯৯৫ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর হাওড়া সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতি মমতা গোপ (ঘোষ) এর নামে। সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে।** **খ.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২৫/এ, বীরাডিঙ্গি সেকেন্ড বাই লেন, জেএল নং ০১, খতিয়ান নং ৬৫, দাগ নং ২৯২১, ২৯২২, ২৯২৪, সিট নং ০২, মৌজা : বালটিকুড়ি, ওয়ার্ড নং ৫০, থানা : জগাছা বর্তমানে লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮। **দলিল নং ১৮০৪ -১৯৯৭ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর হাওড়া সম্পত্তির মালিক : শ্রী শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ। সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে। দ্রষ্টব্য : সম্পত্তি এ এবং বি মমতা হোসিয়ারি যৌথ ডাক দাখিল করতে হবে। একক ডাক গৃহীত হবে না।**	**৮,৫৬,৭৪,০২৪.৮৬ টাকা (আট কোটি ছাপান্ন লাখ চুয়াত্তর হাজার চব্বিশ টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) ২৯.১০.২০২২ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ একটি বন্ধকদত্ত বিক্রির থেকে উশুল ব্যতীত **লোন এ/সি নং ৩৯০৭৮১৩১৮৫৪৩ ৯৩৯২৬৫৬১৬০, ৩৯০৭৮১৩১৮৫৪, ৩৯২১৬৮৯৭৯৭২, ৪০৪৬৯৯৯১০৭৮, ৪০৪৭১৩৪৯২৮৫, ৪০৮৭০৯৬৩৩৩৬** যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	১,৫৪,০০,০০০ টাকা / ১৫,৪০,০০০ টাকা / ২৫,০০০ টাকা — পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০২.২০২৬ এবং ২০.০২.২০২৬
২	**শ্রীমতি রিয়া ঘোষ এবং শ্রী এস এস রামসুব্রহ্মনিয়ান**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৭০৩, টাইলস মেঝে, লিফট সুবিধা সহ ৮মতল,টাওয়ার সি-৬, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৩৬ বর্গফুট কমবেশি ইডেন সিটি মহেশতলা, পুরসভা হোল্ডিং নং বি১-৯০/এ/১ নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, পো শ্রীরঙ্গাবাদ, থানা মহেশতলা, মৌজা শ্রীরঙ্গাবাদ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা - ৭০০১৩৭, ওয়ার্ড নং ৩১, মহেশতলা পুরসভা অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ উক্ত টাওয়ার সুবিধা, পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সে। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-২৩৬৮-২০১৮ সালের, সম্পত্তি ১. শ্রী এস এস রামসুব্রহ্মনিয়ান এবং ২. শ্রীমতি রিয়া ঘোষ এর নামে, নথিভুক্ত এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১,ভলুম নং ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৭৭৪৩ থেকে ৭৭৭৮৯, দলিল নং ১৬০৭০২৩৬৮-২০১৮ সালের। (সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে)	**৩৪,৪৩,৪০৬.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ ছয় টাকা) ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০১.০৩.২০২৩ থেকে **লোন এ/সি নং ৩৭৫৮২০৪৩২৯৮ (এইচবিএল) ৩৭৫৮২১২৬৭৭৬ (সুরক্ষা) ৩৯৩২৩০৭১২৩৯ (ইনস্টা টপ আপ)** যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	২৪,৭২,০০০.০০ টাকা / ২,৪৭,২০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা — পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০২.২০২৬ এবং ২০.০২.২০২৬
৩	**শ্রী অরূপ দত্ত,** পিতা শ্রী দুলাল চন্দ্র দত্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২/ডি, তিনতলায় উক্ত বহুতল ভবন পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ২ টয়লেট প্রিভি সহ, ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা ইছাপুর, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আরএস দাগ নং ৫১২০, ৫১১৯/৫৫৫৯ এবং ৫১১৯, এলআর দাগ নং ৮২৩৫, ৮২৩২ এবং ৮২৩৩, আরএস খতিয়ান নং ১২০৫ এবং ১৬৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২২৬৯, ৮২৪০/১, ৩৬৩১, ৩৭১২, ৭৬১৮, ৭৬৯৫, স্থানীয় উত্তর বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৮ (নতুন) অধীন, হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যান্ড রোড, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৪ **স্বত্ব দলিল নং আই-০৮৩২৯/২০২২, সম্পত্তি শ্রী অরূপ দত্ত এর নামে। (সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)**	**৩১,০৪,৪৬০.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ চার হাজার চারশ ষাট টাকা) ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০১.০২.২০২৩ থেকে বকেয়া **লোন এ/সি নং এইচবিএল ৪১২৩৬০৯৩৫৫০ এবং ৪১২৩৬৬৩০৮৮ ডিলিং অফিসার তপন কুমার রায় ৮০০১২০৭৮১১ বাদু সিং বুরিলি ৭০১৯২২৩৬৯৬**	২৩,৩২,০০০.০০ টাকা / ২,৩৩,২০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা — যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭ — পর্যবেক্ষণের তারিখ ১২.০২.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০২.২০২৬
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
শ্রী অজিত সামন্ত এবং শ্রীমতি বন্দনা সামন্ত	ক) ১৪,১৮,৮৬৪.০০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং 923030015210387, ২১.০৬.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৫০,৪০৮.০০ লোন এ/সি নং 923030015210390, ২১.০৬.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ১৫.০৭.২০২৫ গ) ০৩.০২.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৩ ডেসিমেল কমবেশি প্লট নং ১৮৫৪ বেং ১৮৫৬, খতিয়ান নং ৩৬৩৪ এবং ৪৯৯১, জেএল নং ৬৬, মৌজা-অস্তারা,অস্তারা-দত্তপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা তারকেশ্বর, জেলা -হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭১২৪০১, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ, সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ী বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।
শ্রী হরিদাস বেরা, শ্রীমতি মাধবী বেরা এবং শ্রী প্রভাষ বেরা।	ক) ১৬,৯৮,০৭৬.২২ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং 922030016700576, ১৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৫৪,২০০.৪৯ লোন এ/সি নং 922030016700589, ১৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ৩০.০৭.২০২৫ গ) ০৩.০২.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ২ ডেসিমেল কমবেশি প্লট নং ২৭০৩ , খতিয়ান নং ৫০৬১,জেএল নং ৩৯, মৌজা- চিলাডাঙ্গি, থানা পুরশুড়া, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ- পিন -৭১২৪০১, তদস্থিত দোতলা ভবন এবং নির্মাণ। চৌহদ্দি উত্তরে : তপন বেরা এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : সড়ক। পূর্বে : মানস বেরা এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : কার্তিক বেরা এর সম্পত্তি।
শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, শ্রীমতি অঞ্জলি ঘোষ	ক) ১০,২২,৮৬৪.৭৮ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং 922030036912759, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৪০,৫১০.০৯ লোন এ/সি নং 922030036912762, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ২৪.০৯.২০২৫ গ) ০৩.০২.২০২৬	সংশ্লিষ্ট অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৫.৫ ডেসিমেল কমবেশি, অবস্থিত মৌজা - দক্ষিণ রসুলপুর, এলআর প্লট নং ৯৩৪, এলআর খতিয়ান নং ১৪০৪, জেএল নং ১৩২, থানা -আরামবাগ, এডিএসআর -আরামবাগ, পো দক্ষিণ রাউপুর, জেলা -হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১২৪১৩। তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ। চৌহদ্দি দলিল অনুযায়ী : উত্তরে : পুকুর। দক্ষিণে : কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি। পূর্বে : পঞ্চানন ঘোষের সম্পত্তি। পশ্চিমে : কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি।
শ্রী মোহর ধারা।	ক) ১১,৫৬,৭১৪.৭০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং 922030021670978, ১৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৫২,৯৯৬.৫০ লোন এ/সি নং 922030021670981, ১৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ৩০.০৭.২০২৫ গ) ০৩.০২.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ কৃষি) পরিমাপ এরিয়া ২ ডেসিমেল কমবেশি ভিটা, এলআর প্লট নং ২৩, এলআর খতিয়ান নং ১৪৪৮, জেএল নং ৭০, গ্রাম এবং মৌজা- রানহাট, পো : বাইরা কানপুর, থানা : আরামবাগ, জেলা -হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২৪১৩,তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ী বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য। চৌহদ্দি : উত্তরে খালি রোড, দক্ষিণে : ১৫ পিচ রাস্তা। পূর্বে : এমটি রোড। পশ্চিমে এমটি রোড।
শ্রী পবন ভৌমিক এবং শ্রী শান্তিনাথ ভৌমিক।	ক) ১,৩১,৩৬০.৫০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং 917030065827231, ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ২১,০৩,৪৩০.৭৩ লোন এ/সি নং 917030065827244, ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ০৫.০৬.২০২৫ গ) ০৩.০২.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (অ-কৃষি) পরিমাপ এরিয়া ১০ ডেসিমেল কমবেশি আরএস প্লট নং ৪৩৪, এলআর প্লট নং ৫২৮, এলআর খতিয়ান নং ১২২৫, জেএল নং ১০৪, মৌজা- বেড়াবেড়ে, সালেপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : আরামবাগ, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৬১৭, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য। চৌহদ্দি : উত্তরে নকুল বেরা এর জমি। দক্ষিণে : জীবন ভৌমিক এর জমি। পূর্বে : রাজকুমার মাজি এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : খালি জমি।
শ্রী প্রশান্ত পাখিরা, শ্রীমতি কাননবালা পাখিরা	ক) ৭,৯৯,১১১.৩১ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং 918030048590119, ১৬.০৬.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১,১১,৬৭৩.৯১ লোন এ/সি নং 918030048590164, ১৬.০৬.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ২০.০৬.২০২৫ গ) ০৩.০২.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০.০৬ একর, শ্রেণি -বাস্তু, প্লট নং ৮১, এলআর খতিয়ান নং ৩১২৭, জেএল নং ৩৮, মৌজা-আঁকরি ফতেপুর, থানা : পুরশুরা, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৪০১। তদস্থিত বসবাসের ভবন এবং নির্মাণ, ফিটিংস, ফিক্সচার, সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য। চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া রোড। দক্ষিণে : দাতার বাস্তু জমি। পূর্বে : দাতার বাস্তু জমি। পশ্চিমে : কালীপদ পাখিরা এর বাস্তু জমি।
শ্রীমতি গোপা জানা, শ্রী প্রতাপ জানা।	ক) ২৫,৮৪,১৭৩.৮০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং 923030029460486, ০১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ২৮,৬৯১.০০ লোন এ/সি নং 923030029460499, ০১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ৩০.০৮.২০২৫ গ) ০৪.০২.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১২ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা - বিজয়বাটী, এলআর প্লট নং ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৪, এলআর খতিয়ান নং ১৮৭১, জেএল নং ২৩, থানা : ফ্রেসারগঞ্জ কোস্টাল, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৫৭, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।
শ্রী জয়দেব দাস, শ্রীমতি কবিতা রানি মন্ডল, শ্রী বাসুদেব মন্ডল	ক) ৯,৭৫,৭৫৭.৭৪ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং 921030030434836, ০১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৩,৩২২.০০ লোন এ/সি নং 921030030434852, ০১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ০৫.০৮.২০২৫ গ) ০৪.০২.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৮ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- শিবরামপুর, জেএল নং ১৩, এলআর খতিয়ান নং ৫১৭০(পুরানো খতিয়ান নং ২০৬১, ৫৩৩২), আরএস দাগ নং ৬৬৫১, ৭০৩৮, ৭০৩৬, এলআর দাগ নং ৭২৭৮, ৭২৭৯, থানা - নামখানা, শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন- ৭৪৩৩৫৭, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।
শ্রী অজিত দাস	ক) ২১,৯৩,২৬৯.৭৯ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং 921030035018523, ০১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৩০,৬৩০.০০ লোন এ/সি নং 921030035018578, ০১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ০৮.০৮.২০২৫ গ) ০৪.০২.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত প্লট নং ২৯, আরএস দাগ নং ২২, জেএল নং ৩৮, খতিয়ান নং ৭৫০২, মৌজা-অক্ষয়নগর, থানা -কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪৩৩৪৭, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।
শ্রী হিমাদ্রী শেখর হালদার।	ক) ৩১,৮৯,৭৯১.৯০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং 920030055430061, ০১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৩৩,৮৫৮.৯০ লোন এ/সি নং 920030055430320, ০১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ০১.০৮.২০২৫ গ) ০৪.০২.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৮ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- দক্ষিণ রামকৃষ্ণপুর, জেএল নং ১১২, আরএস /এলআর দাগ নং ৫৭৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৭, থানা কুলপি অধিক্ষেত্রে , রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।
শ্রী সামিম হোসেন লস্কর।	ক) ১৯,৬৯,৪৭০.০০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং 921030045801014, ১৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ২৭,৭৬০.০০ লোন এ/সি নং 921030045801027, ১৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ১৮.০৮.২০২৫ গ) ০৪.০২.২০২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং এফ-৩, ২য়তলে, ভবনের মৌজা -গঙ্গারামপুর, ওয়ার্ড নং ১২৮, প্লট নং ১৫৭, আরএস খতিয়ান নং ৩৫২, এলআর খতিয়ান নং ৭৬৬, জেএল নং ১০৫, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪৬৮, ডা. এ কে পাল রোড, ডাক ঠিকানা ২৩৯/১, ডা. এ কে পাল রোড, পো বেহালা, থানা : পর্ণশ্রী, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭০০০৩৪। চৌহদ্দি উত্তরে : জমি দাগ নং ১৫১। দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড এবং অবিনাশ বার এর সম্পত্তি। পূর্বে : প্রশান্ত মিত্র এর ভবন। পশ্চিমে : জমি দাগ নং ১৫৬।

তারিখ : ০৫.০২.২০২৬
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

অনলাইন গেমিংয়ে আপত্তি বাবা-মায়ের, গাজিয়াবাদে একসঙ্গে আত্মঘাতী ৩ বোন

গাজিয়াবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি: উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে ঘটে গেল মর্মান্তিক ও রোমহর্ষক ঘটনা। আবাসনের ৯ তলা থেকে একইসঙ্গে ঝাঁপ দিল তিন নাবালিকা বোন মৃত্যু হয়েছে তিন জনেরই। বুধবার রাত ২টো নাগাদ গাজিয়াবাদের লোনি এলাকার টিলা মোড় থানা এলাকায় ভারত সিটি রেসিডেন্সিয়াল টাউনশিপে এই ঘটনাটি ঘটে। কী কারণে তিন বোন একইসঙ্গে ঝাঁপ দিল, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি তবে, প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, তারা একটি অনলাইন টাস্কভিত্তিক গেম খেলত। একাধিক সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, তিন বোন একসঙ্গে সব কিছু করত তারা স্নান, খাওয়া, ঘুমানো এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্ম সবই একসঙ্গে করত। তাদের বাবা-মা অনলাইন গেমিং আসক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতেই তিন বোন একসঙ্গে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দেয়। মৃত তিন বোনের নাম- পাখি (১২), প্রাচী (১৪) এবং বিশিকা (১৬)। বুধবার সকালে মৃত তিন মেয়ের বাবা বলেন, 'ওরা আমাকে বলেছিল, বাবা, আমরা কোরিয়ান ছাড়তে পারব না। কোরিয়ান আমাদের জীবন। কোরিয়ান আমাদের কাছে সব কিছু। তুমি আমাদের এর থেকে আলাদা করতে পারবে না। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে দেব। আমি সুইসাইড নোটটি দেখেছি। এটি খুবই দুঃখ জনক। আমি সমস্ত অভিভাবকদের কাছে আবেদন করছি, তারা সাবধান থাকুন এবং নিশ্চিত করুন যে শিশুরা গেমের প্রতি এত গভীরভাবে আসক্ত না হয়।'

এসিপি অতুল কুমার বলেন, 'বুধবার ভোররাত ২১৫ মিনিট নাগাদ ভারত সিটির টাওয়ার বি১-এর ৯০৭ নম্বর ফ্ল্যাটের নবম তলার বারান্দা থেকে তিন নাবালিকা মেয়ের ঝাঁপ দেওয়ার খবর পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা যায় যে, ১৬, ১৪ এবং ১২ বছর বয়সী তিন মেয়েকে নীচতলায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

কমিশনের উচিত নিজেদের ভবনে বিজেপির পতাকা তোলা: অখিলেশ

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি: নির্বাচন কমিশনের কঠোর সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর কথায়, নির্বাচন কমিশনের উচিত নিজস্ব ভবনে বিজেপির পতাকা উত্তোলন করা। বুধবার সকালে দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ বলেন, 'ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন চলছে। সমস্যা হল, এতে বিজেপি জড়িত। তাঁরা পছন্দসই নাম যোগ অথবা বাদ দিতে পারে। আমরা যদি অভিযোগ করি, নির্বাচন কমিশন তা উপেক্ষা করে। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা এবং তাঁদের দায়িত্ব হল আরও বেশি সংখ্যক ভোটার যুক্ত করা, আরও বেশি সংখ্যক ভোটার বাদ দেওয়া নয়, সেটাই দেখা উচিত।' অখিলেশ আরও বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের লোকজনের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, তারা বিজেপির হয়ে কাজ করছে। আমি গতকাল বেশ কিছু তথ্য দিয়েছিলাম। ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, লক্ষ লক্ষ মুদ্রিত ফর্ম বিতরণ করা হচ্ছে এবং বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। এর অর্থ হল বিজেপি তাদের নিজস্ব খরচে কয়েকটি সংস্থা নিয়োগ করেছে এবং এই সংস্থাগুলি ভোটার তালিকা থেকে ফর্ম পূরণ করে এবং জাল স্বাক্ষর করে। নির্বাচন কমিশনের উচিত নিজস্ব ভবনে বিজেপির পতাকা উত্তোলন করা।'

ময়দান

ফাইনালে দিল্লি, দ্বিতীয় ট্রফির লক্ষ্যে বেঙ্গালুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলা প্রিমিয়ার লিগের টুর্নামেন্ট জুড়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, চমকপ্রদ পারফরম্যান্স আর নাটকীয় মোড়ের পর অবশেষে মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে দিল্লি ক্যাপিটালস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এলিমিনেটর ম্যাচে গুজরাত জায়ান্টসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস আর সেই জয় শুধু একটি ম্যাচ জেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটা বদলার জয়, আত্মবিশ্বাসের জয়। এলিমিনেটরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে গুজরাত জায়ান্টস ২০ ওভারে ১৬৮ রান তোলে। লরা উলভার্ট অপরাজিত ৪১ রান করেন, আর সর্বোচ্চ স্কোরার ছিলেন বেথ মুনি, যিনি করেন ৬২ রান। তবে এই রান তোলার পথে দিল্লির বোলাররা লাগাতার চাপ তৈরি করে রেখেছিলেন। চিনেল হেনরি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন, সঙ্গে নন্দিনী শর্মার ঝুলিতে আসে দু'টি উইকেট। এর ফলেই গুজরাত বড় স্কোর গড়তে পারেনি, যা পরে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১৬৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দিল্লি ক্যাপিটালস শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল। প্রথম উইকেটেই লিজেল লি ও শেফালি ভার্মা ৮৯ রানের দুর্দান্ত জুটি গড়ে ম্যাচ কার্যত দিল্লির হাতে তুলে দেন। লিজেল লি ২৪ বলে ৪৩ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন, আর শেফালি করেন ২১ বলে ৩১ রান। এই ঝোড়ো শুরুর পর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি দিল্লিকে। মাঝের ওভারে অধিনায়কের মতো দায়িত্ব নিয়ে ম্যাচ শেষ করার কাজটি করেন জেমিমা রডরিগেজ। ২৩ বলে ৪১ রানের পরিণত ইনিংস খেলে তিনি দেখিয়ে দেন কেন বড় ম্যাচে তাঁকে ভরসা করা যায়। দিল্লি ২৬ বল বাকি থাকতেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে, যা তাদের দাপটকেই স্পষ্ট করে। এই জয়ের মাধ্যমে দিল্লি ক্যাপিটালস টানা চতুর্থবার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে পৌঁছল। তবে অতীতের স্মৃতি তাদের জন্য খুব একটা সুখকর নয়। আগের তিনটি ফাইনালেই পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেয়েছে তারা। এবার সামনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু; এক শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী প্রতিপক্ষ। এখন একটাই প্রশ্ন; চতুর্থ ফাইনালে এসে কি অবশেষে ট্রফির স্বাদ পাবে দিল্লি ক্যাপিটালস? নাকি স্মৃতি মান্ধানাদের বেঙ্গালুরুর সামনে আরও একবার স্বপ্নভঙ্গ হবে জেমিমা রডরিগেজদের? সব উত্তর মিলবে বরোদার মহারণে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/লাইন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, নিম্নলিখিত কাজের জন্য খোলা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নং. এসইআর-এইচকিউ-টিআর-ডব্লিউ-পিএইউটি-কেজিপি-১-২৬; কাজের নাম:** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনে ঠিকাদারের আরডিএসও অনুমোদিত ফেজড অ্যারে আল্ট্রাসনিক টেস্টিং (পিএইউটি) ওয়েল্ড টেস্টার ব্যবহার করে সব ধরনের রেলের ফ্ল্যাশ বাট (এফবি) ওয়েল্ডের উপর ইউএসএফডি টেস্টিং সম্পন্ন করা। **কাজের আনুমানিক ব্যয়:** ₹ ৫,২৮,৯০,১৪৮.৮০; **বায়না মূল্য:** ₹ ৪,১৪,৫০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৭/০২/২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। **ওয়েবসাইটের বিবরণ:** উপরোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং এবং অনলাইন অংশগ্রহণের সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (PR-1146)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender has been invited under **APAS Scheme for E-Tender No.: 89/P55/58/67/72/JGP/APAS/2026, Dated: 03.02.2026 (2nd Call),** Bid submission end date: **13.02.2026.** Bid submission start date: **03.02.2026.** Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

NOTICE INVITING CORRIGENDUM

The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites Corrigendum Notice **Ref. e-NIT No.- BHATAR BDO & PS/32/2025-26, Dated- 19/01/2026.** Last Date of Bid Submission : **10/02/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 49/25-26/BEUP/T Dated 03.02.2026.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **19.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

SBI এসবিআই শান্তিপুর শাখা (০০১৭৬)
৭৮ নেতাজি সুভাষ রোড, পোঃঅঃ- শান্তিপুর, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১৪০৪, ই-মেল: sbi.00176@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যাকাউন্ট নং ৯১৫৪ এবং ২৯৪০), যিনি **এসবিআই শান্তিপুর শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **২৩.০২.২০২৬** তারিখের আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যাকাউন্ট নং ৯১৫৪ এবং ২৯৪০)

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৮.০১.২০২৬	বিকেল ০৪.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	২০ ক্যারট	গ্রস ওজন ১৯.২০ গ্রাম নিট ওজন ১৫.৩৬ গ্রাম	২টি আঙ্গুঠি
২.	০৮.০১.২০২৬	বিকেল ০৪.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	২০ ক্যারট	গ্রস ওজন ১৭.১০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৬৮ গ্রাম	১টি চেন ১টি লকেট ৩টি আঙ্গুঠি ১টি বাটাম ১টি চিক
৩.	০৮.০১.২০২৬	বিকেল ০৪.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	২০ ক্যারট	গ্রস ওজন ১৭.১০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৬৮ গ্রাম	১টি চেন ১টি লকেট ১টি ব্রেস ২টি কানের দুল

তারিখ: ০৫.০২.২০২৬
স্থান: শান্তিপুর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই শান্তিপুর

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas
CORRIGENDUM NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites 13 nos bids Vide **NIT No 04-16/MGP/NIT/2026 under 15THFC Dated-04.02.2026.** The last date of submission of online Bid is **11/02/2026 upto 04 P.M.** Bid opening Date **12.02.2026 at 11 AM.** For details please visit to our GP Office.

SD/- Pradhan,
Madhusudanpur Gram Panchayat

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

এক্সপ্রো ইন্ডিয়া লিমিটেড

xproindia

CIN : L25209WB1997PLC085972
নিবন্ধিত কার্যালয় : বড়জোড়া - মেজিয়া রোড, পোঃঅঃ- ঘুটগড়িয়া
তহশিল: বড়জোড়া, জেলা: বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২২ ২০২
টেলিফোন : +৯১ ৯৭৭৫ ৩০১৭০১; **ইমেল:** cosec@xproindia.com, **ওয়েবসাইট:** www.xproindia.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ৯ মাস		সমাপ্ত বছর
		৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	৩১ মার্চ, ২০২৫
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	১০৬৩১.৩৮	১১৯৯০.৯৪	১০৪৫৫.৩৯	৩৭১১২.৫২	৩৭৭০৭.০৩	৫৩৫২৮.৪৮
২	কর-পূর্ব নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ আইটেমের আগে)	৯৮০.৩২	৬৭০.৪৮	১০৬৬.৯৯	১২৭৫.৮৩	৪৩৩৮.১৩	৫২১৮.১৫
৩	কর-পূর্ব নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৯৮০.৩২	৬৭০.৪৮	১০৬৬.৯৯	১২৭৫.৮৩	৪৩৩৮.১৩	৫২১৮.১৫
৪	কর-পরবর্তী নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৬৮২.৪৭	৪৯৭.০৮	৭৪৬.৭৬	৬৩১.১৫	৩১৪২.২৮	৩৭৯৯.৭৪
৫	সময়কালের মোট ব্যাপক আয় (কর-পরবর্তী মুনাফা এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয় সহ)	৮৯৩.২২	১০৮৬.২৩	৮৬৪.৪৮	১৪৮০.২০	৩২৪০.০৬	৩৭৩১.৫৫
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	২৩৪৭.০৪	২৩৪৭.০৪	২২২২.৫৪	২৩৪৭.০৪	২২২২.৫৪	২২৩০.০৪
৭	অন্যান্য ইকুইটি	-	-	-	-	-	৫৮৭৯৬.৭৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের) (বার্ষিক নয়) (টাকায়)						
	(ক) মৌলিত	২.৯১*	২.১৪*	৩.৩৭*	২.৭৪*	১৪.২৩*	১৭.১৭
	(খ) মিশ্রিত	২.৯১*	২.১৪*	৩.৩২*	২.৭৪*	১৪.১১*	১৭.০১

* বার্ষিকীকৃত নয়

১. অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মূল তথ্য : (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ৯ মাস		সমাপ্ত বছর
		৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	৩১ মার্চ, ২০২৫
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	১০৬৩১.৩৮	১১৯৯০.৯৪	১০৪৫৫.৩৯	৩৭১১২.৫২	৩৭৭০৭.০৩	৫৩৫২৮.৪৮
২	কর-পূর্ব মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ আইটেমের পূর্বে)	১১৭১.১৬	৭৫৯.৮৪	১২৮৮.২৮	২৫৩৪.৬৩	৪৬৪৮.৪৯	৫৭৯৯.৬১
৩	কর-পূর্ব মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ আইটেমের পরে)	১১৭১.১৬	৭৫৯.৮৪	১২৮৮.২৮	২৫৩৪.৬৩	৪৬৪৮.৪৯	৫৭৯৯.৬১
৪	কর-পরবর্তী মুনাফা	৮৭৩.৩১	৫৮৬.৪৪	৯৬৮.০৫	১৮৮৯.৯৫	৩৪৫২.৬৪	৪৩৮১.২০
৫	মোট ব্যাপক আয়	৯৩১.৯০	৫৮১.৭৮	৯৬৮.৩৩	১৯৩৯.২৩	৩৪৪৫.৫১	৪৩৯৩.৪৭

২. উপরের তথ্যগুলি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে জমা দেওয়া ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট এনএসই (www.nseindia.com) এবং বিএসই (www.bseindia.com)-এর ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে Swww.xproindia.com) পাওয়া যাবে।

স্থান: নয়াদিল্লি
তারিখ: ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

বোর্ডের পক্ষে
সি ভাস্কর
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 50/25-26/FCXV/T Dated 03.02.2026.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **19.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 51/25-26/HCS/T Dated 03.02.2026.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **19.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালী, ইএম বাইপাস, কলকাতা- ৭০০১০৩,
ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ-
ই-মেইল : sbi.16286@sbi.co.in
নাম: মন্টু কুমার মন্ডল, মো: ৯৬৭৪৭১২৮৬৯,

গাড়ি বাজেয়াপ্তকরণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (অ্যানেক্সচার -১) অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২০.০২.২০২৬
সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের আনলিমিটেড এক্সটেনশন সহ।
প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: 'আগ্রহী দরদাতারা ১৯.০২.২০২৬ তারিখ বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা হওয়া এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সেই তথ্য আপডেট হওয়ার পরেই দরদাতাকে প্রি-বিড ইএমডি-র ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে, তাই শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থেই যথেষ্ট আগেভাগে ইএমডি-র টাকা জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে'।
পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১৬.০২.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা / জামিনদারকে জানানো যাচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদার **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** নিকট দায়বদ্ধ / বন্ধক / চার্জ রাখা হয়েছিল এবং যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, তা আগামী ২০.০২.২০২৬ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন অবস্থায় আছে'** এবং **'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা বকেয়া এবং তার ওপর সুদ, খরচ ও ব্যয় ইত্যাদি (যদি কিছু আদায় হয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে) বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ পর্যন্ত আদায়ের লক্ষ্যে এই সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে।

জ্ঞাত দায়ভার (যদি কিছু থাকে) সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	সংরক্ষিত মুল্য	বায়না টাকা জমা / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
প্রস্তুতকারক: টয়োটা কিরলোস্কর মোটর প্রাইভেট লিমিটেড, **মডেল:** টয়োটা ইনোভা ক্রিস্টা ২.৪ভি এমটি, **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪৩৭৪৯৯৮৫৫৩৩, **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB-07V9801, **ইঞ্জিন নং:** 2GDA866849, **চ্যাসিস নং:** MBJAB3EM204564519-0225, **নির্মাণের বছর:** ২০২৫। **স্বত্বাধিকারী:** শ্রী রাহুল আগরওয়াল।	১৯,২০,২৪০/- টাকা জিএসটি সহ; যার নিচে যানবাহনটি বিক্রয় করা হবে না।	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% অর্থাৎ ১,৯২,০২৪/- টাকা** ডাক বৃদ্ধির ন্যূনতম পরিমাণ: ৫,০০০/- টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ০৫.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(CIN:- L27100WB2011PLC161235)
রেজিস্টার্ড অফিস: 'কমার্স হাউজ', ২এ, জি. সি. এভিনিউ, কক্ষ নং-১১, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৩, ভারত
ফোন নং : (০৩৩)-২২১৩২৩৭২/৭৩, ফ্যাক্স : (০৩৩)-২২১৩২৯০৩, ইমেল : cs.bkm@rediffmail.com, ওয়েবসাইট : www.bkmindustries.co.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন/কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৫ অনুযায়ী বর্ষ থেকে তারিখ	৩১.১২.২০২৪ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৫ অনুযায়ী বর্ষ থেকে তারিখ	৩১.১২.২০২৪ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৭৬	০.৭৬	-	০.৭৬	০.৭৬	-
২	নিট লাভ সময়কালের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী #)	-৮৬.৫৭	-২৪৪.৪৫	-৪৮.১৩	-৮৬.৫৭	-২৪৪.৪৫	-৪৮.১৩
৩	নিট লাভ সময়কালের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	-৮৬.৫৭	-২৪৪.৪৫	-৪৮.১৩	-৮৬.৫৭	-২৪৪.৪৫	-৪৮.১৩
৪	নিট লাভ সময়কালের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	-৮৬.৫৭	-২৪৪.৪৫	-৪৮.১৩	-৮৬.৫৭	-২৪৪.৪৫	-৪৮.১৩
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য {(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়}	-৮৬.৫৭	-২৪৪.৪৫	-৪৮.১৩	-৮৬.৫৭	-২৪৪.৪৫	-৪৮.১৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত) পূর্ববর্ষের উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শিত মতো	-	-	-	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য) **-	-	-	-	-	-	-
	১. মৌলিক :	-৭.০১	-১৯.৭৯	(৩.৯০)	-৭.০১	-১৯.৭৯	-৩.৯০
	২. মিশ্রিত :	-৭.০১	-১৯.৭৯	(৩.৯০)	-৭.০১	-১৯.৭৯	-৩.৯০

** বার্ষিকীকৃত নয়
দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফর্মাটের সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক এবং অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই-র ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bkmindustries.co.in -এ।
২. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে কনসোলিডেটেড আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক পরিসংখ্যানের মধ্যে কোম্পানির সহায়ক/সহযোগী/ যৌথ উদ্যোগ যেমন ইউরোএশিয়ান ভেনচার এফজেডই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৩. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১.১২.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেট) অপরিবর্তিত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।
৪. #- ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাগুলি ইন্ড-এএস বিধি অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। অথবা # - কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ দফা নেই।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪.০২.২০২৬

বোর্ডের আদেশানুসারে
বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ -এর পক্ষে
দয়ান হাবিব ফারুকি
হোল-টাইম ডিরেক্টর
(DIN: 10489051)

বোর্ডের আদেশানুসারে
বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ -এর পক্ষে
অমিত সিং
হোল-টাইম ডিরেক্টর
(DIN: 11003471)

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২,
ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপশ্রী ভট্টাচার্য, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৬০৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৬.০২.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**মহ মজিদ,** পিতা প্রয়াত আবদুল জব্বর, ৪৭বি, ক্যানাল ইস্ট রোড, ফসি মসজিদের নিকট, নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা- ৭০০০১১, **আরও ঠিকানা :** এফআর২, ৫মতল, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৮২৮, নর্থ ইস্ট ফরতাবাদ, স্কিম প্লট নং এসসি ১, ফেজ -২, গুলমোহর পার্ক, পো : গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৮৪, **আরও ঠিকানা :** ৩/৪এ/এইচ/১৭, নারকেলডাঙ্গা, ফসি মসজিদের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১১। **নাহিদা খাতুন,** স্বামী মহ মজিদ, ৩/৪এ/এইচ/১৭, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, ফসি মসজিদের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১১। **আরও ঠিকানা** ৪৭বি, ক্যানাল ইস্ট রোড, ফসি মসজিদের নিকট, নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা- ৭০০০১১, **আরও ঠিকানা :** এফআর২, ৫মতল, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৮২৮, নর্থ ইস্ট ফরতাবাদ, স্কিম প্লট নং এসসি ১, ফেজ -২, গুলমোহর পার্ক, পো : গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৮৪,	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এফআর -২ ৫মতলে, দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম দিকে পরিমাপ ১১৩২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং এক কার পার্কিং স্পেস নং ২ একতলায় পরিমাপ ১২০ বর্গফুট এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ জমির পরিমাপ কমবেশি ৯.৯০ ডেসিমেল সমপরিমাপ ৬ কাঠা (আনুমানিক) অবস্থিত মৌজা : বারহানস ফরতাবাদ, জেএল নং ৪৭, আরএস দাগ নং ৩৯৭৩, এবং ৩৯৭৪, আরএস খতিয়ান নং ৯৫, ১৭৪০, ১৭৪২, ১৭৪৩, স্কিম প্লট নং এসসি-১,ফেজ -২ , গুলমোহর পার্ক, থানা : সোনারপুর,পো : গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৮৪, হোল্ডিং নং ৮২৮, উত্তর-পূর্ব- ফরতাবাদ, স্থানীয় রাজপুর -সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৮ অধীন, থানা : সোনারপুর, এডিএসআরও গড়িয়া, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি মহ মজিদ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১৬২৯০৪৪৩১-২০১৮ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬২৯-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৩৪৬০৬ থেকে ১৩৪৬৪০, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস -এডিএসআর গড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের কার্যকরী দখলীকৃত)।**	৫৯,০৪,০০০.০০ টাকা **(উনষাট লাখ চার হাজার টাকা) ৩০.০১.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ এ/সি নং : ৩৮৪৮৭৪৮০৮৭৫ (এইচবিএল) ৩৮৬৬৩৬৯০১৮০ (টপ আপ) যোগাযোগের নাম্বার ৯৬৭৪৭৪১৬০৫ ৯৬৭৪৭২৯১৪৯	৪৪,৭৬,০০০.০০ টাকা ৪,৪৮,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০২.২০২৬
২	**সীমা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা : শ্রীমতি সীমা মন্ডল,** স্বামী সঞ্জিত মন্ডল, সাধুর বাগান, পো এবং থানা : রানাঘাট, নদিয়া- ৭৪১২০১ আরও ঠিকানা : নিওন রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং ৩এল, ব্লক -সি, ৪র্থতল, ১৮ গুহ পার্ক (পূর্বতন ৭ গুহ পার্ক), থানা লিলুয়া, হাওড়া -৭১১২০৪ (সিলভার জুবিলি হসপিটাল এর নিকট) আরও ঠিকানা : ১৬৫, সাধুর বাগান, পো এবং থানা : রানাঘাট, নদিয়া- ৭৪১২০১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩এল সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯৮, বর্গফুট, কমবেশি চতুর্থতলে, ব্লক সি, নিওন রেসিডেন্সি, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত প্রেমিসেসে বাস্তু জমির পরিমাপ ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি) মৌজা-লিলুয়া, থানা : লিলুয়া, জেলা -হাওড়া,বর্তমান প্রেমিসেস / হোল্ডিং নং ১৮ গুহ পার্ক, (পূর্বতন ৭, গুহ পার্ক), ওয়ার্ড নং ৬৫, দাগ নং ১৯৯৬, খতিয়ান নং ১৪০৭, (বর্তমানে ৬৩৯) এলাার খতিয়ান নং ৬৭১৪ পিন ৭১১২০৪, হাওড়া পৌর নিগম অধীন। **সম্পত্তি শ্রীমতি সীমা মন্ডল** এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০৫২৬১ -২০২১ সালের, ভল্যুম নং ১৯০১-২০২১, পৃষ্ঠা ৩০৪৬০১ থেকে ৩০৪৬৬০, রেজিস্ট্রিকৃত বুক ১, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস অব দ্য এ আর এ -১ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের কার্যকরী স্বত্বদখলীকৃত)**	৩৪,৯৬,০০০.০০ টাকা **(চৌত্রিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা) ৩০.০১.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ এ/সি নং : ৩৯৩৫১৪১৩৯৫৩ এবং ৩৯৩৫১৩৮৩২৩৪ যোগাযোগের নাম্বার ৯৬৭৪৭৪১৬০৫ ৯৬৭৪৭২৯১৪৯	২৯,৯৮,০০০.০০ টাকা ৩,০০,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০২.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০২.২০২৬

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টি-২০ বিশ্বকাপের সাত ম্যাচ ইডেনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্স। শুধু একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম নয়, এ এক আবেগ, এক ইতিহাস, এক জীবন্ত স্মৃতি। প্রায় দেড়শো বছর কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এই মাঠ যেন ক্রিকেটের নন্দনকানন। আর সেই ইডেনই এখন নতুন করে সেজে উঠছে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে। বাইরে থেকে যতটা চোখে পড়ে আলো-রঙ-পরিকাঠামোর বদল, তার চেয়েও বেশি ব্যস্ততা লুকিয়ে আছে ভেতরের প্রস্তুতিতে; পিচ, আউটফিল্ড, ড্রেনেজ, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে দর্শক পরিষেবার খুঁটিনাটি দিকগুলোতে।

সকালবেলা গঙ্গার হাওয়া গা ছুঁয়ে গেলে ইডেনের সবুজ আরও গাঢ় লাগে। মাঠের চারপাশে কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ার মতো। কোথাও আসন সংস্কারের কাজ চলছে, কোথাও আধুনিক আলোকব্যবস্থার শেষ মুহূর্তের পরীক্ষা। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের কথা মাথায় রেখে দর্শকের অভিজ্ঞতাকে আরও প্রাণবন্ত করতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সিএবির প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'ইডেনের ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনও আপস নয়, তবে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিকতাও জরুরি। ইডেন গার্ডেন্স বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেট মাঠ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে ইডেনকে আরও একবার গর্বের সঙ্গে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। দর্শক, খেলোয়াড় এবং সম্প্রচার; তিন পক্ষের কথাই মাথায় রেখে প্রস্তুতি চলছে।'

ইডেনের এই প্রস্তুতির নেপথ্যে বড় ভূমিকা রয়েছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি)-এর। সিএবি সচিব বাবলু কোলে জানালেন, আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতেই প্রতিটি বিষয়ে আলাদা নজর দেওয়া হচ্ছে। বললেন, 'টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মানেই শুধু ম্যাচ নয়, এটি একটি আন্তর্জাতিক উৎসব। নিরাপত্তা, দর্শক প্রবেশ, বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা; সব কিছু আইসিসির নির্দেশিকা অনুযায়ী সাজানো হচ্ছে। ইডেনকে আমরা গর্বের সঙ্গে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে চাই।' বিশেষ করে দর্শক চলাচলের পথ, ডিজিটাল টিকিটিং ব্যবস্থা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবার বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

ইডেন মানেই পিচ নিয়ে চিরন্তন কৌতূহল। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় জানালেন, 'টি-টোয়েন্টির কথা মাথায় রেখে ব্যালান্সড পিচ তৈরিই মূল লক্ষ্য। টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটসম্যানদের যেমন সুযোগ চাই, তেমনই বোলারদের জন্যও কিছু থাকা দরকার। আমরা এমন পিচ বানাচ্ছি যেখানে শুরুতে ব্যাটিং সহজ হবে, কিন্তু ম্যাচ যত এগোবে, বোলারদের দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।' আউটফিল্ড দ্রুত ও সমতল রাখার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে, যাতে ম্যাচের গতি বজায় থাকে এবং দর্শকরা উপভোগ করতে পারেন রোমাঞ্চকর ক্রিকেট।

ইডেন গার্ডেন্স শুধু প্রশাসক বা ক্রিকেটারদের নয়; এটি সাধারণ মানুষেরও। মাঠের বা ইরে দাঁড়িয়ে থাকা চা বিক্রেতা রমেশ দাস বললেন, 'বড় ম্যাচ মানেই আমাদের রোজগার বাড়ে। বিশ্বকাপ এলে কলকাতা অন্যরকম হয়ে ওঠে। ইডেন ঝকঝকে হলে গর্ব লাগে।' কলেজ পড়ুয়া ক্রিকেটপ্রেমী অর্পিতা সেন জানালেন, 'ইডেন মানেই আবেগ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখানে ম্যাচ দেখতে পারলে সেটা জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা হবে। এখন থেকেই উত্তেজনা শুরু হয়ে গেছে।' আর বহুদিন ধরে ইডেনের গ্যালারিতে বসে খেলা দেখা প্রবীণ দর্শক অমল চক্রবর্তী বললেন, 'আমি ৮৭-র বিশ্বকাপ থেকে ইডেনে খেলা দেখছি। মাঠের রূপ বদলেছে, কিন্তু আবেগ একই আছে। বিশ্বকাপের আগে ইডেন আবার নতুন করে সাজছে; এটা দেখতে ভালো লাগে।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মানেই রানের বন্যা, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই আর শেষ ওভারের নাটক। সেই নাটকের মঞ্চ হিসেবে ইডেন গার্ডেন্স প্রস্তুত হচ্ছে নিজের সেরাটা দিতে। প্রশাসনিক দক্ষতা, পিচের চরিত্র, দর্শকের উন্মাদনা; সব মিলিয়ে ইডেন আবারও প্রমাণ করতে চায় কেন তাকে বলা হয় ক্রিকেটের নন্দনকানন। বিশ্বকাপ শুরু হলে আলো ঝলমলে সন্ধ্যায় গ্যালারির গর্জন, ঢাকের তালে তালে 'কলকাতা, কলকাতা' ধ্বনি আর মাঠে দৌড়ে বেড়ানো ক্রিকেটারদের ঘাম; সব মিলিয়ে ইডেন গার্ডেন্স আবার ইতিহাসের অংশ হতে চলেছে। যদিও এবার গ্রুপ স্টেজে কোন হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ পায়নি ইডেন, কিন্তু সুপার এইট-এর একটি ম্যাচ এবং একটি সেমিফাইনালও পেতে পারে ইডেন। যদিও সেমিফাইনাল পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে, তবুও ধরা হচ্ছে অন্তত একটি সেমিফাইনাল পাবে ইডেন গার্ডেন্স। প্রস্তুতি চলছে নীরবে, কিন্তু প্রত্যাশা আর উত্তেজনা ইতিমধ্যেই শব্দ করে জানান দিচ্ছে; ক্রিকেটের মহাযজ্ঞের জন্য ইডেন তৈরি।

টি-২০ বিশ্বকাপ-২০২৬ এর কোন কোন ম্যাচগুলো পাচ্ছে ক্রিকেটের নন্দনকানন

৭ ফেব্রুয়ারি
ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যান্ড

৯ ফেব্রুয়ারি
স্কটল্যান্ড বনাম ইতালি

১৪ ফেব্রুয়ারি
ইংল্যান্ড বনাম স্কটল্যান্ড

১৬ ফেব্রুয়ারি
ইংল্যান্ড বনাম ইতালি

১৯ ফেব্রুয়ারি
ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালি

১ মার্চ
সুপার এইট: গ্রুপ ১: ১ বনাম ৩

৪ মার্চ : সেমিফাইনাল ১ (যদি পাকিস্তান যোগ্যতা অর্জন না করে)

টেস্ট ক্রিকেটের নিষ্ঠাবান পূজারী ছিলেন পূজারা

সুদীপ সোম

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সব ফরম্যাট থেকে স্বভঙ্গিমায় নীরবে প্রস্থান করলেন দ্রাবিড়-পরবর্তী সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটের 'দ্য ওয়াল' চেতেশ্বর পূজারা। তাৎক্ষণিক বিনোদনের কাঁটায় যখন আজকের ক্রিকেট-দুনিয়া মজে, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের গ্রাসে যখন হাঁসফাঁস করছে আজকের তরুণ প্রজন্ম, যখন একটা আইপিএল চুক্তিই হয়ে উঠছে নব্য প্রতিশ্রুতিমানদের শেষ চাঁদমারি, তখন ভারতীয় ক্রিকেটে সুনীল গাভাসকর, রাহুল দ্রাবিড় ঘরানার শেষ প্রতিনিধি হিসেবে বটগাছের মতোই দাঁড়িয়ে ছিলেন চেতেশ্বর পূজারা। ধৈর্য, স্থৈর্য এবং প্রতিরোধ ; এই তিনটি শব্দকে ক্রিকেটের অভিধানে পুনরায় জীবিত করেছিলেন পূজারা। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ১০৩ টি টেস্টে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে ৪৬.৬০ গড়ে ১৯টি শতরান সহ ৭১৯৫ রান সংগ্রহ করেছিলেন পূজারা। তবে পূজারাকে কেবল তার পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করলে অন্যায় হবে। পূজারা মানেই এক দর্শন, এক মূল্যবোধ, এক বিশ্বাস। তাঁর আসল পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে ব্যাট হাতে ঘন্টার পর ঘন্টা নিখুঁত নিষ্ঠার অনুশীলনে, অসংখ্য আঘাত সত্ত্বেও ব্যাট নামিয়ে না রাখার একগুঁয়ে জেদে, আর প্রতিপক্ষ বোলারের প্রতিটি গোলার সামনে অটল প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকার মানসিকতায়। ক্রিকেট তাঁকে মনে রাখবে দ্রাবিড়ের প্রকৃত উত্তরসূরি হিসেবে। ব্যাট হাতে তিনি ছিলেন ভারতের নতুন 'ওয়াল'; অটল, অদম্য, অদ্বিতীয়।

টি-টোয়েন্টির এই মোহময় জমানাতেও পূজারা প্রায় এককভাবেই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন সাদা পোশাকের ক্রিকেটে। টেস্ট ক্রিকেটের নিষ্ঠাবান পূজারী পূজারা বুঝিয়েছেন; ক্রিকেটের আত্মা এখনও টেস্ট ক্রিকেটেই বেঁচে। যে যুগে খেলোয়াড়রা নিজেদের গড়ে তুলছেন স্বল্পসময়ের বিনোদনের উপযোগী করে, পূজারা দেখিয়েছেন;অপরিসীম ধৈর্য, নিখাদ নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগই টেস্ট ক্রিকেটের আসল রসায়ন। পূজারা শিখিয়েছেন;ক্রিকেট কেবল শটে নয় বরং আঘাত সহ্য করার ক্ষমতায়, আত্মত্যাগে, দলের জন্য নিজের শরীরকে বলি দেওয়ার মানসিকতায় মহিমা খুঁজে পায়। তাঁর কেরিয়ার শিখিয়ে গেল, প্রতিরোধও এক মূল্যবোধ এবং সেটিই আসল শক্তি। বিরল এই ক্রিকেট সন্ন্যাসীর অবসরে ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের পূর্ণবিরতি হল।

অর্থ নাকি দেশপ্রেম ?

অদ্ভুত দ্বন্দ্বে ভুগছে ক্রিকেট দুনিয়া !

বিট্টু দত্ত

একটা সময় ছিল, যখন দেশের জার্সি পরা মানেই ছিল সর্বোচ্চ সম্মান। টেস্ট ক্যাপ পাওয়ার স্বপ্নে বছরের পর বছর ঘাম ঝরাতেন ক্রিকেটাররা। আজ সেই ছবিটা অনেকটাই বদলে গেছে। আইপিএল, বিগ ব্যাশ, পিএসএল, দ্য হান্ড্রেড; বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের উত্থানে ক্রিকেটারদের সামনে খুলে গেছে টাকার দুনিয়া। আর ঠিক এখানেই জন্ম নিচ্ছে এক গভীর দ্বন্দ্ব; ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট বনাম জাতীয় দায়বদ্ধতা। একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের ক্যালেন্ডার আজ ঠাসা। একদিকে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, আইসিসি টুর্নামেন্ট, অন্য দিকে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। শরীর তো যন্ত্র নয়। ফলে প্রশ্ন উঠছেই; কোনটা বেছে নেবে একজন খেলোয়াড়? আইপিএলে ২ মাস খেলে একজন মাঝারি মানের ক্রিকেটার যা আয় করেন, তা অনেক দেশের বোর্ড পুরো বছরে দিতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেটারদের কাছে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ মানে আর্থিক নিরাপত্তা, পরিবার ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা।

ভারতের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বটা তুলনামূলকভাবে কম। কারণ, বিসিসিআই দেশের ক্রিকেটারদের জন্য মোটা বেতন, সেন্ট্রাল কন্ট্রাক্ট ও আইপিএলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছে। তবু উদাহরণ আছে। হার্দিক পান্ডিয়া। এক সময় জাতীয় দলে নিয়মিত হলেও চোট ও আইপিএল ফর্মের কারণে তাঁকে জাতীয় দলে ফিরতে লড়াই করতে হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছিল; তিনি কি আইপিএলকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন? ঋষভ পন্থ, জসপ্রীত বুমরাহদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে; জাতীয় দলের সিরিজে বিশ্রাম নিয়ে আইপিএলে পুরো ফিট হয়ে নামছেন। বোর্ড অনুমতি দিলেও বিতর্ক থামেনি।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা এই দ্বন্দ্বে সবচেয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন। ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক; অনেকে আন্তর্জাতিক সিরিজ ছেড়ে আইপিএল বা বিগ ব্যাশে খেলেছেন। মিচেল স্টার্ক একাধিকবার আইপিএল ছেড়ে দিয়েছেন, আবার জাতীয় সিরিজেও অনুপস্থিত থেকেছেন মানসিক ও শারীরিক বিশ্রামের কারণে। অস্ট্রেলিয়া বোর্ড ক্রিকেটারদের এই স্বাধীনতা দিয়েছে, ফলে জাতীয় দল বনাম ফ্র্যাঞ্চাইজির সংঘাত তুলনামূলকভাবে কম হলেও প্রশ্ন থেকেই যায়; দেশের জার্সির গুরুত্ব কি কমছে?

এই দ্বন্দ্বের সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী দক্ষিণ আফ্রিকা। কাগিসো রাবাডা, কুইন্টন ডি কক, আনরিখ নর্টজে; একাধিক তারকা জাতীয় সিরিজ ছেড়ে এসএ টি২০ বা আইপিএল খেলেছেন। ২০২৩ সালে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা দুর্বল দল নামিয়েছিল, কারণ তারকারা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ব্যস্ত। ফল? বিশ্বকাপে যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছিল। এখানেই বোঝা যায়; ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট শুধু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, এটি দেশের ক্রিকেট কাঠামোকেই দুর্বল করে দিতে পারে। আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান, জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটারদের কাছে জাতীয় দলে খেলা গর্বের হলেও জীবিকা নয়। মুজিব উর রহমান, রশিদ খান, মহম্মদ নবি; আফগান ক্রিকেটাররা নিয়মিত ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেন, কারণ দেশের বোর্ড সেই অর্থ দিতে পারে না। রশিদ খান এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি যদি শুধু জাতীয় দলে খেলি, ক্রিকেটের পর পরিবারকে কী দেব?

এই দ্বন্দ্ব শুধু অর্থনৈতিক নয়, মানসিকও। বছরের ১০ মাস মাঠে থাকলে চোট-আঘাত অবশ্যম্ভাবী। ক্রিকেটাররা আজ 'বার্ন আউট'-এর শিকার হচ্ছেন। বেন স্টোকস, হিথ স্ট্রিক, এমনকী, বিরাট কোহলিও মানসিক চাপের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ যত বাড়ছে, জাতীয় দলের চাপ তত বাড়ছে। অনেক বোর্ড কঠোর অবস্থান নিয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড জাতীয় সিরিজের সঙ্গে লিগের সংঘর্ষ হলে ক্রিকেটারদের এনওসি দেয় না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড আবার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে, ফলে তারকারা দেশের হয়ে কম খেলছেন।

তাই প্রশ্ন উঠছে; ক্রিকেট কার? বোর্ডের? দেশের? না খেলোয়াড়ের? ভবিষ্যতে হয়তো ক্রিকেট দুই ভাগে ভাগ হবে; টেস্ট ক্রিকেট টিকে থাকবে ঐতিহ্যের জোরে, আর টি-টোয়েন্টি হবে লিগ-নির্ভর। কিন্তু দেশের জার্সির আবেদন কি একেবারে ফিকে হবে? সম্ভবত না। বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ, জাতীয় সংগীত; এই অনুভূতির দাম আজও টাকা দিয়ে মাপা যায় না। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট বনাম দেশের জার্সি; এটা আসলে আধুনিক ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব। ক্রিকেটার এখানে একা নন, এই লড়াইয়ে জড়িত বোর্ড, দর্শক ও অর্থনীতি। শেষ পর্যন্ত হয়তো সমাধান একটাই, সামঞ্জস্য। যেখানে ক্রিকেটার সম্মানও পাবে, নিরাপত্তাও পাবে। দেশের জার্সির মর্যাদা বজায় থাকবে, আবার ক্রিকেটারকেও ভাবতে হবে না ভবিষ্যৎ নিয়ে। কারণ ক্রিকেট শুধু খেলা নয়; এটা আবেগ, পরিচয় এবং দায়িত্ব